NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রাসবিহারী বসু, ভারত-জাপান মৈত্রীর বন্ধনে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র

অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পানাগড় স্টেশন উদ্বোধন করলেন মোদি ৬

কলকাতা ২৩ মে ২০২৫ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.5.2025, Vol.18, Issue No. 340 8 Pages, Price 3.00

‘শরীরে রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে’

রাজস্থানের জনসভা থেকে হুঙ্কার মোদির

১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন

বিকানের, ২২ মে ভারতমায়ের সেবায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব! পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাত নিয়ে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভা থেকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, পহেলগাঁও সন্ত্রাসে ১৪০ কোটি দেশবাসী আহত হয়েছিল। কিন্তু সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তার পরিণতি কী হয়, তা দেখল গোটা বিশ্ব!

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের পাক সীমান্তবর্তী জেলা বিকানেরে এক জনসভা থেকে ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পে দেশের সহস্রাধিক রেলস্টেশন আধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে ১০৩টি স্টেশন। বিভিন্ন রাজ্যের স্বকীয় শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এই স্টেশনগুলিতে। সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে পহেলগাঁও হামলা এবং ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কথাও। মোদি বলেন, ‘যারা ভারতের মা-বোনেদের মাথার সিঁদুর মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদের মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে। ২২ এপ্রিলের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে মাত্র ২২ মিনিটে! ন’টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

বিকানেরের জনসভা থেকে পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের মাটিতে কী ভাবে প্রত্যাঘাত হানা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মোদি। পাশাপাশি, স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদকে কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। পহেলগাঁওয়ে হামলার পর ‘অপারেশন সিঁদুর’ই তার প্রমাণ, এমনটাই দাবি প্রধানমন্ত্রীর। মোদি বলেন, ‘পাকিস্তানের রহিম ইয়ার খান বায়ুসেনাঘাঁটি এখন আইসিইউ-তে রয়েছে! সিঁদুর যারা মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেদের দেশকে কোনও ভাবেই নত হতে দেব না। প্রথমে ঘরে ঢুকে মেরেছিলাম। এ বার সরাসরি বুকে মেরেছি।’

উল্লেখ্য, পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে তিন সশস্ত্র বাহিনীকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। মোদির কথায়, তিন সেনা মিলে এমন ‘চক্রব্যূহ’ তৈরি করেছিল, যে পাকিস্তান নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য হয়। শুধু তা-ই নয়, তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, সামনাসামনি লড়াই হলে কোনও দিনই জিতবে না পাকিস্তান। কারণ, ভারত ও ভারতমায়ের সেবায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি। মোদি বলেন, ‘আমার শরীরে এখন রক্ত নয়, সিঁদুর বইছে। এটা প্রতিশোধের খেলা নয়, এটা ন্যায়ের নতুন রূপ, যার নাম অপারেশন সিঁদুর। যারা নিজেদের অস্ত্রে গর্ব করত, আজ তারা হতাশায় ভুগছে।’

ভারত এই জবাব দিতই, দেশবাসীর আকাদা পূরণ করার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, দেশের মাথা নীচু হতে দেব না। আজ আমি রাজস্থান থেকে দাঁড়িয়ে বলছি, যারা সিঁদুর মুছতে বেরিয়েছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের রক্ত বইয়েছে, আজ প্রতি বিন্দুর হিসাব দিতে হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার প্রথমে করণী মাতার মন্দিরে পুজো দিতে যান প্রধানমন্ত্রী। তার পর দেশনোক স্টেশন উদ্বোধন করেন। করণী মাতার মন্দিরের নিকটবর্তী এই স্টেশন মন্দিরের স্থাপত্যের আদলেই গড়া হয়েছে। দেশনোক থেকে বিকানেরের জনসভায় পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই দেশের মোট ১০৩টি অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গের মানুষ উন্নয়ন চান

দ্বিচারী ‘রানীমা’ চায় না

মমতাকে তুলোধনা বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার শিলিগুড়িতে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে ‘দ্বিচারী রানীমা’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘উত্তরকন্যা, টাইগার হিল, গাজোলডোবা, আলিপুরদুয়ার, চালসা-সর্বত্র বাড়ি বানিয়ে ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার নবান্নের চোদ্দতলার সব চাবি রাখা। সেখানে তাঁর দলের মন্ত্রীদেরই ঢোকার অধিকার নেই।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বেহিসেবি খরচ করছে। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ শুধু ভোটে খরচ হয়েছে। আগামী আট মাস আর কোনও প্রকল্প তৈরি হবে না, সব নির্বাচনের পর। জল জীবন মিশন, ৬১২ অভিযান, ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের মতো প্রকল্পের শতভাগ অর্থ কেন্দ্র দিলেও রাজ্য সেগুলিকে বিকৃত করছে বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু।

তিনি জানান, ‘মালদা ও শিলিগুড়িতে যে এসএসসি অফিস ছিল, তাও রাজ্য তুলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অবদান অস্বীকার করে, নিজের কৃতিত্ব দাবি করছেন মুখ্যমন্ত্রী।’ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে বলেও দাবি করেন শুভেন্দু। বলেন, ‘ইউনিয়নগুলোর কারণে প্রাথমিক চিকিৎসা বন্ধ। ২০ বছর ধরে রাজ্য শুধু ‘জমি দিন’ লিখে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে জমি দেয়নি।’

উত্তরবঙ্গের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের প্রশংসা করে শুভেন্দু বলেন, ‘এই মাটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যে ভরা। আমি সবসময় কেন্দ্রের পাশে ছিলাম, থাকব।’ পরিযায়ী শ্রমিকের প্রসঙ্গ টেনে জানান, ‘এই অঞ্চলে ২২ লক্ষ মানুষ রাজ্যের বাইরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা সর্বাধিক জিএসটি আদায় হয়।’

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বাজেট তুলে ধরে বলেন, ‘২০১৯-২০ সালে বরাদ্দ ৬৬০ কোটির মধ্যে মুক্তি মাত্র ৪৪৬.৮৫ কোটি। ২০২১ সালে ৭১০ কোটির মধ্যে মুক্তি ২৪৬.০৮ কোটি।’ শেষে বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে, জবাব চাইলে-ঠিক জায়গায় ভোট দিন।’

সৌদিতে আটক বাংলার শ্রমিকদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সৌদি আরবে কাজে গিয়ে আটকে রয়েছেন বাংলার ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিক। অভিযোগ, আট মাস ধরে তাদের বেতন মিলছে না। তাদেরকে ঠিকমতো খাবারও দেওয়া হচ্ছে না। অতি কষ্টে সেখানে তারা দিন গুজরান করছেন। সৌদি আরবে আটকে থাকা শ্রমিকরা ভিডিওর মাধ্যমে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কাছে কাতর আর্জি জানান। যাতে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। যদিও ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-ও আশ্বাস দিয়েছেন, ওদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, সৌদি আরবে কাজে গিয়ে

আটকে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে একজন হালিশহরের হাজিনগর এলাকার বাসিন্দা রবি প্রতাপ সিং। উৎকণ্ঠায় রবি প্রতাপ সিংয়ের পরিবার। স্ত্রী জুই সিং জানান, আট মাস ধরে স্বামী বেতন পাচ্ছেন না। ঠিকমতো খাবার-দাবারও দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি বাড়িতেও আসতে দিচ্ছে না।

প্রশাসনের কাছে জুঁই সিং দাবি করছেন, যাতে তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে আনা হয়। অপরদিকে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নিজের উদ্যোগে ওঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।

পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। যাতে ওদেরকে ফিরিয়ে আনা যায়। তাঁর কথায়, বিপদে পড়ে গিয়ে আটক শ্রমিকরা তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। তবে ওঁদেরকে ফিরিয়ে আনার তিনি চেষ্টা করছেন।

দিল্লি থেকে ধৃত আইএসআই এজেন্ট

নয়াদিল্লি, ২২ মে: পহেলগাঁওয়ে হামলার আগে ভারতে বড়সড় নাশকতার ছক কষেছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। দিল্লি থেকে আইএসআই-এর এক এজেন্টের গ্রেপ্তারিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতের নাম আনসারুল মিঁয়া আনসারি। সূত্রের খবর, ধৃত এই ব্যক্তি নেপালি বংশোদ্ভূত। পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পহেলগাঁওয়ের আগে দেশে বড় নাশকতার ছক কষেছিল আইএসআই। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আনসারুলকে। দিল্লির একটি হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ বছরের জানুয়ারি থেকে রাজধানী জুড়ে বিশেষ অভিযানে নামে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। সেই অভিযানের সময়েই আনসারুলের হদিস পান গোয়েন্দারা। তার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ট্রাম্পের দাবি ওড়ালেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২২ মে: ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে আমেরিকার কোনও ভূমিকা নেই, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সংঘর্ষ থামাতে চেয়েছিল পাকিস্তান। তাদের অনুরোধে ভারত সাড়া দিয়েছে। দুপক্ষের আলোচনার মধ্যে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেই। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার দাবি করেছেন তিনিই নাকি ভারত এবং পাকিস্তানকে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি করিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ারে নরেন্দ্র মোদির সভা

অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী বার্তায় লক্ষ্য উত্তর-পূর্বই?

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের পর রাজ্যে পরবর্তী বড় রাজনৈতিক লড়াই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ফের বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৯ মে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে হবে তাঁর প্রকাশ্য জনসভা। একই দিনে থাকছে প্রশাসনিক কর্মসূচিও। ফলে এই সফর ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে।

আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড ইতিমধ্যেই ঘুরে দেখে নিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, দীপক বর্মণ ও স্থানীয় সাংসদ মনোজ টিগ্গা-সহ জেলা নেতৃত্ব। প্রশাসনও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।

কেন আলিপুরদুয়ার? বিজেপির মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার ‘চিকেনস নেক’-এর পাশেই এই জেলা। একদিকে সাত রাজ্যের যোগাযোগ কেন্দ্র, অন্যদিকে সেনা কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটির

কাছাকাছি। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রেক্ষাপটে এই সভাস্থল তাই বার্তাবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাঘাতের পরে মোদির এই সফর কাকতালীয় নয় বলেই মনে করছে বিজেপি। দলীয় বিধায়ক দীপক বর্মণের কথায়, ‘অপারেশন সিঁদুর-পরবর্তী কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছেন।’

একই দিনে মোদির রাজস্থানের বিকানের সফরেও থাকবে প্রশাসনিক সভা ও জনসভা। সেই ছাঁচেই আলিপুরদুয়ারের কর্মসূচিও সাজানো হচ্ছে। রাজ্যের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না বিজেপি। যদিও প্রশাসনিক বৈঠক কোথায় হবে, তা এখনও নির্ধারিত নয় বলে জানা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে। তবে রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট; উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাকে কেন্দ্র করেই মোদি এই মুহূর্তে আগ্রহী।

তুরস্ককে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২২ মে: ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে তুরস্কের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সরাসরি সমর্থন করার অভিযোগ উঠেছে। পাকিস্তানের সেই ‘বন্ধু’কেই এ বার কড়া বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক। বলা হল, তুরস্ক পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করতে বলবে, এই আশা রাখে নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে ভারতের বিমানবন্দরগুলিতে তুরস্কের সংস্থা সেলেবির অনুমতি বাতিল নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার এক মাসের মাথায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন জয়সওয়াল। তুরস্ক নিয়ে ভারতের অবস্থান কী, সেলেবি নিয়েই বা কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছে, জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। জয়সওয়াল বলেন, ‘আমাদের আশা, তুরস্ক পাকিস্তানকে অনুরোধ করবে তারা যেন সীমান্তে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা এবং মদত দেওয়া বন্ধ করে। যে সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশক ধরে, তার বিরুদ্ধে যেন পাকিস্তানকে পদক্ষেপ করতে বলে তুরস্ক, এটাই আমাদের আশা।’

ওবিসি তালিকা অবৈধ

কলেজে ভর্তি বন্ধ

মুখ্যমন্ত্রী মমতার নীতিকেই কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৭ মে। কিন্তু এখনও রাজ্যের কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। লক্ষ লক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত, আর এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাধা ওবিসি শংসাপত্রকে ঘিরে। কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ২০১০ সালের পর ইস্যু হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র অবৈধ। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এদিনের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১০ সালের আগে যাঁদের শংসাপত্র রয়েছে, তাঁদের ভিত্তিতে একটি নতুন প্যানেল তৈরি করতে হবে এবং আগামী ৪০ দিনের মধ্যে কাউন্সেলিং ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০১০-পরবর্তী সব ওবিসি শংসাপত্র আগেই বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে সেই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন হলেও কোনও স্থগিতাদেশ মেলেনি। ফলে পুরনো প্যানেল বাতিল করে ২০১০-এর আগে পাওয়া শংসাপত্রের ভিত্তিতে নতুন প্যানেল তৈরি করতে হবে। এই রায় ঘিরেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ‘ওবিসি সংরক্ষণের নামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১টি সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে ১০৭টিই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। আদালতের রায়ে পরিষ্কার, এই তালিকা অবৈধ। সুপ্রিম কোর্টেও এই রায়ে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। সরকার যদি রায় মেনে চলে, তাহলে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে-এটাই এখন তাঁদের দোটানা।’ তিনি আরও বলেন, ‘৭ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে, অথচ এখনও কেউ কোনও কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। এটা রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে অন্যায়। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষা দপ্তরকে অবিলম্বে নির্দেশিকা জারি করতে হবে।’ শুভেন্দু দাবি করেন, ‘ওবিসি ইস্যু, প্রাইমারি দুর্নীতি, এসএসসি কেলেঙ্কারি আর মহার্ঘভাতা (ডিএ) নিয়ে রাজ্যবাসীর যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে ‘পিসি’র বিদায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।’ এখন নজর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর-তাঁরা কত দ্রুত এই জট কাটাতে পারেন, সেটাই নির্ধারণ করবে লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ।

ভূস্বর্গে ‘অপারেশন ত্রাসী’, গুলিতে নিকেশ ২ জঙ্গি, শহিদ এক জওয়ান

শ্রীনগর, ২২ মে: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা এলাকায় শুরু হয়েছিল সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সেনার গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। শহিদ হয়েছেন এক জওয়ান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় হানা দিয়েছিল নিরাপত্তাবাহিনী। অভিযানের নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন ত্রাসী’। সেই অভিযানে সাফল্য এল। উল্লেখ্য, এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় দুই সপ্তাহে ৮ জঙ্গিকে খতম করল সেনা।

পহেলগাঁওয়ে হামলা পর থেকেই ভূস্বর্গে জঙ্গি নিকেশে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে সেনা। ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে শিকড় থেকে সন্ত্রাসবাদকে উপড়ে ফেলতে ‘অপারেশন ত্রাসী’ চালানো হয়। এদিন সকাল ৭টা নাগাদ কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় প্যারা এসএফ, সেনার ১১আরআর, অসম রাইফেলস এবং এসওজি। প্রথামিকভাবে খবর ছিল, লুকিয়ে রয়েছে তিন থেকে চার জন জঙ্গির একটি দল। গোটা এলাকা ঘিরে অভিযান শুরু হয়। তখনই পালটা গুলি ছোড়ে জঙ্গিরা। তাতেই নিহত হয়েছে দুই জঙ্গি। অন্যদিকে জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে বলেই খবর। পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন ভারতীয়কে হত্যার পর পালটা ৬ মে পিওকে এবং পাকিস্তানে ‘অপারেশন সিঁদুর’ চালায় ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি। যার পর ভারত-পাক সংঘর্ষ বাঁধে। যদিও পাকিস্তানের অনুরোধে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় ভারত। একই সঙ্গে পহেলগাঁও কাণ্ডে জড়িত জঙ্গিদের খোঁজও জারি রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত হদিশ মেলেনি তাদের।

গ্রেপ্তার আরও এক পাক চর

বারাণসী, ২২ মে: পাকিস্তানি গুপ্তচর-যোগের অভিযোগে আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হল। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন তুফাইল নামে এক তরুণ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা সূত্রে খবর, পাকিস্তানি সেনার এক জওয়ানের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ছিল অভিযুক্তের। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ রয়েছেন ধৃতের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ছবি তুলে অভিযুক্ত পাকিস্তানি মোবাইল নম্বরে পাঠাতেন। উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসদমন শাখা সূত্রে খবর, প্রায় ৬০০টি পাকিস্তানি নম্বর ব্যবহাকারীর সঙ্গে তুফাইলের যোগাযোগ ছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪০০ নং এফিডেভিট বলে Anup Nandi S/o. Krishna Chandra Nandi ও Anup Nandy S/o. K. Ch Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১৪ নং এফিডেভিট বলে Milan Chandra Sil S/o. Pulin Sil ও Milan Ch. Sil S/o. P. C. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৯৩০ নং এফিডেভিট বলে Chinmoy Das S/o. Gobinda Chandra Das ও Jchinmoy Das S/o. G. Ch. Das সাং গজঘন্টা, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪১২৬ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Biswas S/o. Santosh Kumar Biswas, Sanjay Bishwas S/o. Santosh Bishwas ও Sonjoy Bishwas S/o. S. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Santu Das S/o. Ramen Das R/o. Kumirmora Mollapara, Kumirmora, Chanditala, Hooghly-712704, গত ইং ০১/০৯/২০২৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sk Masud Rahaman নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৪/০৯/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৮১ নং এফিডেভিট বলে Sk Masud Rahaman ও Santu Das S/o. Sheikh Moksud Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

As per affidavit of 1st Class Judicial Magistrate, Alipore Court, Kolkata Vide No. 8162 dated 05.05.2025, the following persons changed their name and shall henceforth khown as Amarjit Kumar Gond to Amarjit Kumar Gour, Guria Gond to Guriya Gour, Chahat Gond to Chahat Gour, Mehak Gond to Mehak Gour.

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১৬ নং এফিডেভিট বলে Pitam Roy S/o. Biren Roy ও Pitam Ray S/o. B. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Kakali Roy Das, D/O Late Utpal Roy, W/O Sudip Ranjan Das, residing at Shilpasamiti Para, P.S. Kotwali, Post & Dist - Jalpaiguri, West Bengal, Pin - 735101 solemnly affirm and declare that Kakali Roy & Kakali Das & Kakali Roy Das is same & one identical person vide Affidavit Sl No.-1231 dated 19.05.2025, sworn before the learned Chief Judicial Magistrate at Jalpaiguri. Henceforth I will be known as Kakali Roy Das.

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Sanat Kumar Das ও Sanat Das S/o. Indubhushan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Fuldeo Ram ও Phul Deo Ram S/o. Avilakh Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে মে। ৮ ই জ্যৈষ্ঠ। শুক্র বার। কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ অপরা একাদশী তিথি মুহূর্ত। শুভ কর্মগু ঋন গ্রহণ। ঔষধ করন। বিবাহ। গাত্রহরিদ্রা।গ্রহ পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমরা, **১) আলেয়া বিবি**, স্বামী- বাবলু মিঞা, **২) গোলাম নূর সেখ, ৩) বুলু সেখ**, উভয়ের পিতা- মৃত আব্দুস সাত্তার, **৪) সাহিদা বিবি**, স্বামী- আনুয়ার সেখ, **৫) মমতাজ বিবি ওরফে মোমতাজ বিবি**, স্বামী- মৈমুল হক, **৬) রোজিনা খাতুন**, স্বামী- কিসমত সেখ, **৭) রিঙ্কি বিবি, ৮) খুসি বিবি, ৯) লাইলা খাতুন, ১০) রিমা খাতুন, ১১) ইরাজ সেখ, ১২) নিকিতা খাতুন**, সকলের পিতা- মৃত এব্রাহিম সেখ, সর্ব্ব সাং- দফরপুর ঘাটপাড়া, পোঃ-দফরপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, মহকুমা-জঙ্গীপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২২২৭, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকরন সংক্রান্ত কার্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেতাব সেখ, পিতা- আব্দুল হক, সাং- দফরপুর ঘাটপাড়া, পোঃ-দফরপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ কে আমরা গত ইং-2022 সালে A.D.S.R JANGIPUR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book -I-8105 নং আমমোক্তারনামা দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি **সেতাব সেখ** আমাদের পক্ষে বিক্রয়, দান, হস্তান্তরকরণ করিলে গ্রহিতা রেকর্ড করিলে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-১ BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। **তপশীল**:-জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা- ৯২ নং দফরপুর মধ্যে ক, খ, গ তপশীলে আমমোক্তারকৃত খতিয়ান নং-এল, আর ৩৯১৫,৬৩৪৮, ৩৯১৩, ৬৩৪৪,৩৯১৯ ও ৩৯১১ দাগ নং-আর.এস. ও এল.আর. ২৭৮, রকম-আউশ বর্তমানে পতিত, মোট পরিমান ২৫৭ শতক মধ্যে ১৪.১৯ শতক।

MD ABU SALAM SK (Advocate)
Jangipur Court, F/3489/2949/2021

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা, দীপক কুমার গুপ্তা, সুরজ কুমার গুপ্তা এবং তারা কুমার গুপ্তা, সকলের পিতা শ্রী রাম কিশোর গুপ্তা,সাকিন ৪/এইচ/১২, কমিশারিয়েট রোড, হেস্টিংস, কলকাতা : ৭০০০২২, আমরা প্লট নং ২৯২, খতিয়ান নং ৬৫, মৌজা : সহর, কলিকাতা, দক্ষিণ বিভাগ (হেস্টিংস),পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ১১৯৫ বর্গফুট হোল্ডিং নং ১৫৭, খাসমহল ডিপার্টমেন্ট অব কালেক্টরেট অব কলকাতা, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-২, ২২.০৩.২০০৬ তারিখে ক্রয় করেছি, দলিল নং ৩৩০৯, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী শ্রী রাজিন্দেশ্বর পাঠক ওরফে রাজেন্দর প্রসাদ পাঠক, পিতা প্রয়াত রঘুনাথ পাঠকের কাছ থেকে উক্ত সম্পত্তি ঠিকানা ৩/এইচ/২৯, খালাসিটোলা রোড, থানা : হেস্টিংস, কলকাতা : ৭০০০২২। জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বলে রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং পিওএ-৩৪৫-২০০৫ সালের, তারিখ ২৭/৪/২০০৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১, আলিপুর (বুক -৪, ভল্যুম -১২, পৃষ্ঠা ২৯২-৩০০, দলিল নং ৩৪৫/২০০৫) সেখানে শ্রীমতি বিদ্যা বতী পাঠক, ভেন্ডার নং ২, অত্র যথাযথভাবে মনোনীত এবং নিযুক্ত করেছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রী রাজিন্দেশ্বর পাঠক ওরফে রাজেন্দর প্রসাদ পাঠককে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নিধারী হিসেবে। পিওএ-৬২৯-২০০৫ সালের, তারিখ ২৬/৭/২০০৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১, আলিপুর (বুক -৪, দলিল নং ৬২৯-২০০৫) অত্র শ্রীমতি উমা পাঠক এবং শ্রী কৃষ্ণ পাঠক ভেন্ডার নং ৩ এবং ৪ এবং যথাযথভাবে মনোনীত এবং নিযুক্ত করেছেন শ্রী রাজিন্দেশ্বর পাঠক ওরফে রাজেন্দর প্রসাদ পাঠককে পাওয়ার অব অ্যাটর্নিধারী হিসেবে। [illegible]

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেলগণ **(১) শ্রী সন্ন্যাসী ঘোষ**, পিতা- ৺লক্ষী ঘোষ ও (২) স্বপন চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺শিবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, উভয়ের সাং ও পোঃ জাহাঙ্গীরপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ গত ইং ১৯.০২.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭৭৯নং কোবলা দলিলমূলে জেলা নদীয়া, মৌজা ৮৮নং জাহাঙ্গীরপুর, LR ৩২৯, ৩৪৩, ৪৭২, ৮২৯, ৩৪৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৯৩১/১৫৬৬নং দাগে ৮৫ শতক ও ৯৩৩নং দাগে ৭.৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহা রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার **শ্রী দেবকমল দাস, প্রিয়কমল দাস, সত্যকমল দাস ও ধ্রুবকমল দাস**, সকলের পিতা- ৺গগন চন্দ্র দাস গত ইং ১৭.১০.১৯৯৫ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৩নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **দেবকমল দাস ও সত্যকমল দাস** স্বয়ং ও প্রিয়কমল দাসের পক্ষে **সত্যকমল দাস** ও ধ্রুবকমল দাসের পক্ষে **সুভাষ চন্দ্র রায়**, পিতা- সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাং অনাদিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া-কে ক্ষমতাযুক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং কৃষ্ণনগর DSR অফিসের গত ইং ১৮.১০.১৯৯৫ তারিখের ১৫৫নং আমমোক্তারনামা বলে **মানিক মোহান্ত**, পিতা- রাজেন মোহান্ত, সাং অনাদিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া- **(১) প্রদীপ বিশ্বাস**, পিতা- অনিল বিশ্বাস, **(২) ঊষা বিশ্বাস**, স্বামী - প্রদীপ বিশ্বাস সাং অনাদিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া আমমোক্তারবলে **গুপীনাথ রায়**, পিতা ৺যাদব রায়, সাং রোডস্টেশন নুতনপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়াকে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ২৮.০১.১৯৯৮ তারিখের ২৬০৭নং কোবলা দলিলবলে বিক্রয় করেন। **আমমোক্তারনামা নিযুক্ত সম্পত্তির পরিচয়** - জেলা নদীয়া, মৌজা ৮৮নং জাহাঙ্গীরপুর, ৩২৯, ৩৪৩, ৪৭২, ৮২৯, ৩৪৩নং খতিয়ান ভুক্ত LR ৯৩১/১৫৬৬ ও ৯৩৩নং দাগে ৮৫ শতক জমি ও ৭.৫ শতক জমি, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

নোটিশ আমমোক্তারনামা

১)শ্রীমতী কমলা দন্ডপাট,স্বামী–শ্রী রনজিৎ দন্ডপাট,২)শ্রীমতী সবিতা মাহাল,স্বামী- শ্রী দিলীপ মাহাল,৩)শ্রীমতী রীতা মন্ডল,স্বামী- শ্রী রনজিৎ মন্ডল,সাং ও পোষ্ট- জাড়া,থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,৪) শ্রীমতী চম্পা খাঁ, স্বামী- শ্রী বংশী খাঁ, সাং- মাগুরিয়া,থানা- জয়পুর,জেলা- বাঁকুড়া, বিগত ইংরাজী– ১৫/০৪/২০০৮ তারিখে চন্দ্রকোনা সাব- রেজিস্ট্রী অফিসে ০৪ নং বহির ০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারগন নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী তপশীল জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা– হুড়হুড়িয়া, জে.এল নং– ৫১, R.S খতিয়ান নং ৪৩৬, L.R খতিয়ান নং ১৬৮ ও ৩৪, R.S ও L.R দাগ নং ৯৮ (পাঁচানব্বই) সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৫০ শতক বা ২৫ কাটা। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাহার মধ্যে।

ইতি
১) শ্রী আশীষ ঘোষ,২) শ্রী মধুসূদন ঘোষ, ৩) শ্রী মঙ্গলা ঘোষ, সর্ব্ব পিতা– স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ,
সর্ব্ব সাং ও পোঃ– ভগবন্তপুর,থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অমরনাথ পাল, ২)শ্রী কাশীনাথ পাল, ৩)শ্রী তারক নাথ পাল, ৪)শ্রী বৈদ্যনাথ পাল**, সকলের পিতা ৺বিশ্বনাথ পাল, সকলের সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণ বিগত ইং ১৯/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-6150/ 2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শিব প্রসাদ রায়, পিতা- মৃত অমূল্য রায়, বিগত 1996 সালের A.D.S.R.O. বারাসাত অফিসে বুক নং 4, Being No. 220, আমমোক্তার নামা মূলে রমেশ পাল ও মাণিক পাল, উভয়ের পিতা- বিষ্ণুপদ পাল নিকট, ঘোলা মৌজায় জে.এল. নং 77, আর.এস. খতিয়ান নং 07, আর.এস. দাগ নং 345 নং দাগে 8 নং দলিলে 1 কাঠা 28 বর্গফুট, বিগত ইং 18/11/1997 তারিখে এ.ডি.এস.আর. বারসাত, সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-I, B. L. & L.R.O. অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং- 9748012909।

ধন্যবাদন্তে
(মহিরুদ্দিন মন্ডল)
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা মনোরমা মন্ডল ২)শ্রী নবকুমার মন্ডল, ৩)শ্রী শ্যামসুন্দর মন্ডল, ৪)শ্রী নিতাই চন্দ্র মন্ডল**, সকলের সাকিম গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৫)শ্রীমতী কল্পনা সেন (মন্ডল)**, স্বামী নবকুমার সেন, সাকিম জিরাট ষ্টেশন রোড, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, **৬)শ্রীমতী গীতা মাঝি(মন্ডল)** স্বামী শঙ্কর মাঝি, সাকিম শিবপুর মেন রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী- ৭১২১৪৮, **৭)শ্রীমতী সরস্বতী দাস(মন্ডল)** স্বামী প্রভাত দাস, সাকিম ইলছোবা মন্ডলাই, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, ১নং এর স্বামী ২ থেকে ৭ নং এর পিতা ৺কালীচরন মন্ডল ওরফে কালীপদ মন্ডল, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৪/১২/ ২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও ২১/১২/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-249/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ**, পিতা ৺ফটিক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম সুলতানপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7277/ 2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মধুমিতা সান্তারা দাস** স্বামী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর সান্তারা , সাকিম অধিকারীপাড়া, মগরা, হুগলী- ৭১২১৪৮ মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০১ ছটাক ১৮ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৩৪৪ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ১২০ তথা হাল এল.আর ১৩৩ নং দাগে শালি জমি ০.২৩৪ একর মধ্যে ০২ কাঠা ০১ ছটাক ১৮ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৩৪৪ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী মধুমিতা সান্তারা দাস** স্বামী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর সান্তারা , তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী ধর্মেন্দু মন্ডল**, পিতা ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, সাং নাইকুড়া, পোঃ আসাননগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইং ০১.১০.২০১৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-6643/15নং একখানি বিক্রয়কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার ১২৬নং আসাননগর মৌজাস্থিত খতিয়ান নং RS ৪৫৫, LR ৩০০২, দাগ নং RS 4124, [illegible] কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের IV-211/ 2009 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিলবলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল **শ্রী ধর্মেন্দু মন্ডল** উক্ত সম্পত্তি তাহার নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Fanindra Nath Paria** S/o Late Aghore Paria, 2). Kamala Paria W/o Late Manindra Nath Paria, 3). Bhabesh Chandra Paria S/o Late Manindra Nath Paria, residing at Pariapara, P.O- Talbagicha, P.S-KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721306, executed General Power of Attorney in respect of 59 Dec. property, vide Deed No IV-339 at Kharagpur A.D.S.R on 08 /11/2016 in favour of **Devesh Bijlani** S/o Panna Lal Bijlani, R/o- Kharida, P.O-KGP, P.S - KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, in respect of 59 Dec. property, R.S. & L.R Plot No. 67, 75, Khatian No. LR- 44 & 61, J.L. No. 184, Mouza - Khayrachati, P.S.- KGP(L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 11 (08+03) Dec. area from R.S. & L.R. Plot- 67 & 75 of the said property to **Rajendra Prasad Sharma** S/o Late Bachan Sharma, R/o- Khidirpur, P.O- Nimpura, P.S - KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721304, through the Deed No. I-1261/17 of Kharagpur A.D.S.R. on 03/03/2017. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his /her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **খুকুমনি কোলে** পিতা ৺প্রসাদ চন্দ্র কোলে, সাকিম বেগুনা, রাউৎপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী- ৭১২৪০২, মহাশয়া বিগত ইং ২৬/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. ধনিয়াখালী, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2976/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না** পিতা শ্রী প্রশান্ত মান্না সাকিম বিষ্ণুবাটী(পূর্ব), ভাটা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না** ৩.৩২ শতক ও অপর বিক্রেতা **শ্রী বাসুদেব সামন্ত** পিতা শ্রী বেচুরাম সামন্ত ১.২৫ শতক যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৫/১০/ ২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. ধনিয়াখালী, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-4176/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী ভোলানাথ শীল** পিতা ৺অধীর চন্দ্র শীল ও **২)শ্রীমতী তিথি শীল** স্বামী শ্রী ভোলানাথ শীল, উভয়ের সাকিম ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়/মহাশয়াগণকে মোট ৪.৫৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা রামেশ্বরবাটী, জে. এল. নং - ১৮২, ১)হাল এল. আর ১৮৪৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৬০ তথা হাল ১৮৬ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৩ শতক মধ্যে ০.০২৯১ অংশে ১.২৫ শতক, যাহা অত্র দলিলে ১নং বিক্রেতা বিক্রয় করেন। ও ২)হাল এল. আর ৪৭৪ পরবর্তীকালে ১৮৯৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৪৯ তথা হাল ১৭৫ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮৫ শতক মধ্যে ০.৫৭০৬ অংশে ৪৮.৫০ শতক মধ্যে ০.০৩৯১ অংশে ৩.৩২ শতক, যাহা অত্র দলিলে ২নং বিক্রেতা আমমোক্তানামা বলে বিক্রয় করেন। একুনে দুইটি বন্দে মোট ৪.৫৭ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী ভোলানাথ শীল** পিতা ৺অধীর চন্দ্র শীল ও **২)শ্রীমতী তিথি শীল** স্বামী শ্রী ভোলানাথ শীল, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের জন্য বি.এল. এ্যান্ড. এল.আর.ও ধনিয়াখালী, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে আমার মক্কেল-১) শ্রী শুভম মুখার্জ্জী, পিতা-বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, সাং- বিধানপল্লী, নবাবগঞ্জ, নোয়াপাড়া এবং ২) শ্রীমতী আলপনা বিশ্বাস, স্বামী-প্রণব কুমার বিশ্বাস, সাং- ন্যাশনাল পার্ক, নৈহাটি-এ বসবাসকারীর পক্ষে ঘোষণা করিতেছি যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বাসুদেবপুর, কাউগাছি ২ [illegible]

॥ নোটিশ ॥

[illegible] শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস স্বামী-অজিত কুমার দাস সাং- তলকুই, পোঃ-আবাস, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,পিন-৭২১১০২ তাহাদের সম্পত্তি যাহা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থানা-শালবনী, **মৌজা- কুতুরিয়া, জে. এল. নং-৫০৫** এল.আর জরিপের খতিয়ান নং-২৭৮/২ আর এস ও এল আর ৮৮ দাগে ২ এঃ 33 ডেঃ সম্পত্তি মধ্যে ৮.৪০ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য **তাপস কুমার দাস** পিতা- ৺শম্ভুনাথ দাস সাং-কুতুরিয়া, পোঃ- ভাদুতলা, থানা-শালবনী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১২৯ কে আমমোক্তার ১৭০৯/২০২৪ নং দলিলমুলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা মুলে **তাপস কুমার দাস** সহ উপরোক্ত ব্যক্তিগন **কুমারী পত্রালী কুন্ডু** পিতা-অরুপ কুন্ডু সাং-সেখপুরা ইন্দ্র লেন, পোঃ ও থানা-মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১ কে ১১৩৬৪/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়াছেন উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

ইতি-
TAPAS ADHYA (Advocate)
Judge's Court, Paschim Medinipur
Enrolment No. F/1063/2010

LEGAL NOTICE

Notified that Original **Sale Deed No.- 983/1992,dt.-17.01.1992**, Regd. at ADSR-Bongaon, recorded in Book- I,Vol.- 14,Pages 171 to 178 for land measuring 2.66 decimal at R.S. & L.R.Dag No.-1004, R.S.Khatian No-1277 and L.R. Khatiyan No.-2141, J.L. No.- 183(Old) & 75(New), Mouza-Khamarkallya, within Gopalnagar-I Gram Panchayet, P.O & P.S.–Gopalnagar, Dist.- North 24 Parganas, PIN -743263,W.B. is missing from the custody of my client **Sri Mahadev Dutta**, S/o.-Sri Manu Dutta, Residing at Vill.- Gopalnagar, P.O. & P.S.–Gopalnagar, Dist.- North 24 Parganas, PIN -743263 (WB) & thus done with / lodged one **G.D.E. No.- 1839/25 dated-28.04.2025** before **P.S.- Gopalnagar**, W.B. regarding the aforementioned matter.

If anyone have found/claim over the property and aforesaid Sale Deed; inform the undersigned within 15 days, otherwise shall be presumed that the said deed is lost & will be considered void thereafter.

Adv.Debosmita Mukherjee.
Enr. No.- F/5138/5507/2024
(For & On Behalf of Shri Koushik Chatterjee-Advocate-High Court,Kolkata)

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Manoranjan Hati** S/o Late Karuna Sindhu Hati residing at Khidirpur, P.O.- Nimpura, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB executed General Power of Attorney in respect of 04 Dec. property, vide Deed No I- 5659/22 on 26/05/22 at ADSR Kharagpur in favor of **Anuglolo Iswar Rao** S/o Anuglolo Govinda Rao residing at Susamapally, P.O.- Nimpura, P.S.- KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB in respect of 04 Dec. property, Plot No. 208, 213 (R.S.) & 278, 283 (L.R), Khatian No. 380 L.R., J.L. No. 140, Mouza- Khidirpur, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 03 Dec. area of the said property to **A. Sabitri** W/o A. Iswar Rao residing at Dhekia, P.O.- Nimpura, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-10951/22, on 27/09/22 at A.D.S.R. Kharagpur.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

অনুমতি ছাড়া ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে কর সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবে না। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পর মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। মুখ্য সচিবের নির্দেশের পরেই দুটি দপ্তর থেকেই সব জেলা শাসকদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করতে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভা সরকারি অনুমতি ছাড়া উন্নয়নের নামে স্থানীয়ভাবে নাগরিকদের কাছ থেকে এই ধরনের রাজস্ব তুললে তা সরকারি নির্দেশিকাকে অমান্য করে নেওয়া হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই পঞ্চায়েত বা পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বেশ কিছু জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভা রাজস্ব সংগ্রহের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। স্থানীয়ভাবে কোন পঞ্চায়েত বা পুরসভা এই ধরনের রাজস্ব আদায় করতে পারবে না বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

চাকরিহারা শিক্ষকরা সংযত হন: অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি হারানো শিক্ষকদের আন্দোলন সংযত এবং শিক্ষক সুলভ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ জানান, পুলিশের যেমন সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল, তেমনি শিক্ষকদের আচরণও সঠিক ছিল না। শিক্ষকরা বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে প্ররোচনা দিয়েছেন। সেই কারণেই পুলিশ বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানান অধ্যক্ষ। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার বলে অধ্যক্ষ মত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ মে বিকাশ ভবন ঘেরাও অভিযান করেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। বিকাশ ভবনের মূল ফটক ভেঙে অফিস চত্বরে ঢুকে পড়েন তাঁরা। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ অফিসে আটকে থাকেন সরকারি কর্মী আধিকারিকরা। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি চার্জের অভিযোগ ওঠে।

কপিলমুনি মন্দিরের আকাশে রহস্যময় আলো, গঙ্গাসাগরে ড্রোন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার আকাশে উঁকি দিল অজানা আতঙ্ক! বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ গঙ্গাসাগরের আকাশে লাল, সবুজ ও হলুদ আলো দেখা যায়। স্থানীয়দের সন্দেহ, এটি ড্রোন। বিশেষ করে কপিলমুনি মন্দিরের উপর চক্কর কাটতে দেখা যায় ওই আলো, যা দ্রুত উত্তর-দক্ষিণে সরে যাচ্ছিল। একাধিক বাসিন্দা ওই দৃশ্য মোবাইলে বন্দি করে পুলিশের কাছে পাঠিয়েছেন। ফ্রেজারগঞ্জ, মৌসুনী ও বকখালিতেও এমন আলোর দেখা মেলায় গোটা উপকূলজুড়েই উৎকণ্ঠা ছড়ায়। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'দেশের পরিস্থিতি দেখে ভয় লাগছে।' সৌমেন লস্কর নামের আরেকজন বলেন, 'এটা ড্রোন না অন্য কিছু, বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রশাসনের খোঁজ নেওয়া দরকার।' সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা এই ড্রোন উড়িয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। কলকাতার হেস্টিংস, ফোর্ট উইলিয়াম, ভিক্টোরিয়ার আকাশে ড্রোনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গঙ্গাসাগরের আকাশে এমন ঘটনা প্রশাসনকে বাড়তি সতর্ক করেছে।

হাওড়ায় গ্রেপ্তার ভুয়ো ডাক্তার: হাওড়ার আমতায় রোগী সেজে পুলিশ গ্রেপ্তার করল এক ভুয়ো চিকিৎসককে। ধৃত ব্যক্তি নিজেকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ও এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসক বলে দাবি করলেও, পুলিশের সন্দেহ তাঁর পরিচয় ভুয়ো। ধৃতের নাম ইন্দ্রনীল বসু।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ মে ২০২৫, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার

ছত্তিশগড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নকশাল নিকেশকে ‘নৃশংস হত্যাকাণ্ড’ দেখছে রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ২৭ জন মাওবাদী নিহত হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলল সিপিএম। এক বিবৃতিতে তারা সরাসরি এই সংঘর্ষকে ‘নৃশংস হত্যাকাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ‘ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন’ বলে বর্ণনা করেছে।

কিন্তু এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন, দেশের অগ্রগতির পথে বারবার রক্তাক্ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঢাল করে সশস্ত্র সহিংসতা চালানো, উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে পিছু হটিয়ে দেওয়া, এই সব কিছুর সঙ্গে জড়িত সেই মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে এত উদ্বেগই বা কেন সিপিএমের? সিপিএম দাবি করেছে, ‘মাওবাদীদের পক্ষ থেকে বারবার আলোচনার আবেদন জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্র এবং বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড় সরকার সংলাপের কোনও উদ্যোগ নেয়নি।’ এর

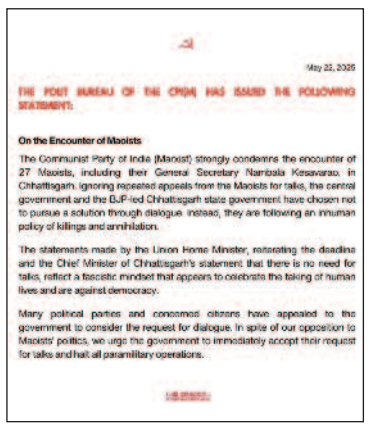

May 23, 2025

THE POLIT BUREAU OF THE CPI(M) HAS ISSUED THE FOLLOWING STATEMENT:

On the Encounter of Maoists

The Communist Party of India (Marxist) strongly condemns the encounter of 27 Maoists, including their General Secretary Nambala Kesavarao, in Chhattisgarh, ignoring repeated appeals from the Maoists for talks, the central government and the BJP-led Chhattisgarh state government have chosen not to pursue a solution through dialogue. Instead, they are following an inhuman policy of killings and annihilation.

The statements made by the Union Home Minister, reiterating the deadline and the Chief Minister of Chhattisgarh's statement that there is no need for talks, reflect a fascistic mindset that appears to celebrate the taking of human lives and are against democracy.

Many political parties and concerned citizens have appealed to the government to consider the request for dialogue. In spite of our opposition to Maoists' politics, we urge the government to immediately accept their request for talks and halt all paramilitary operations.

পাশাপাশি তারা দাবি করেছে, সরকার ‘নৃশংস হত্যাকাণ্ডের’ পথ বেছে নিয়েছে, যা ‘গণতন্ত্রবিরোধী’। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। যাদের হাতে রয়েছে একের পর এক পুলিশ ও সাধারণ মানুষের রক্ত, যারা আদিবাসীদের ভয় দেখিয়ে তাদের এলাকাকে ‘লাল দুর্গ’ বানিয়েছে, সেই নকশালদের প্রতি এত সহানুভূতির অর্থ কী? সিপিএম কি তবে সেই পুরনো নকশালপন্থার দিকেই ফিরে যাচ্ছে, যেখানে বন্দুকই ছিল ‘রাজনীতি’র একমাত্র ভাষা? এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায়, সিপিএম বলছে, ‘আমরা মাওবাদী রাজনীতির বিরোধিতা করি, কিন্তু সরকার যেন অবিলম্বে সংলাপের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং আধাসামরিক অভিযান বন্ধ করে।’ একদিকে মাওবাদী নীতির বিরোধিতা আর অন্যদিকে তাদের কার্যত রক্ষাকবচ হয়ে ওঠা, এই দ্বিচারিতাই এখন বাম রাজনীতির নতুন পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র যখন দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেয়, তখন তা ‘নৃশংসতা’। অথচ, মাওবাদীদের হাতে যখন নিরাপত্তা রক্ষী, গ্রামবাসী ও স্কুলশিক্ষকও প্রাণ হারান, তখন সিপিএমের বিবৃতিতে থাকে ‘নীরবতা’। এই পক্ষপাতদুষ্ট নৈতিকতাই কি তাদের ‘মানবিকতা’? অনেকেই বলছেন, জনসমর্থনের খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে সিপিএম এখন আবার সেই পুরনো ‘নকশাল রোম্যান্স’-এর আশ্রয়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু দেশের মানুষ জানেন, যাঁদের হাতে গণতন্ত্রের শত্রুদের জন্য এত মায়া, তাঁদের হাতে রাষ্ট্র ও সংবিধান নিরাপদ নয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট জানান, ‘এটা দেশের কাছে একটা বড় সাফল্য। এই কাজে যে সেনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন।’ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিরুদ্ধে গিয়ে মাওবাদী সন্ত্রাসের সঙ্গে আপস নয়, এই কড়া মনোভাব যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেখাচ্ছে। সেই সময় এই দেশ বিরোধী শক্তিকে যারা সমর্থন করছেন সেই সমর্থনকারীদেরও উচিত নিজেদের আত্মসমীক্ষা করা বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

আন্দোলন দমানো যাবে না

থানায় হাজিরা দিয়ে বার্তা দুই শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ মে বিকাশভবন অভিযানের ঘটনায় ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ও সুদীপ কোনারকে তলব করা হয় বিধাননগর উত্তর থানায়। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই সকাল ১০টা ২৫ নাগাদ বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দিতে আসেন ইন্দ্রজিৎ। বিকাশভবন অভিযানের ঘটনার দিন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়, তলব করা হয় বিধাননগর (উত্তর) থানায়। এই ঘটনায় ইন্দ্রজিতের স্পষ্ট বক্তব্য,‘আন্দোলন ভাঙার জন্য একাধিক ধারায় মামলা দেওয়া হলেও আমাদের আন্দোলন দমানো যাবে না! যত ধারায় মামলা দেওয়া হোক না কেন, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে আগামীদিনেও থাকব।’ তবে হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এও জানান, ‘আমি ১৫ মে বিকাশভবনে ছিলাম না। তদন্তের ক্ষেত্রে আগামীতেও পুলিশকে সহযোগিতা করব।’ প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার চাকরিহারাদের বিকাশভবন অভিযান ছিল। অভিযোগ ওঠে, চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা পুলিশি বাধা টপকে ব্যারিকেড ভেঙে, কার্যত বিকাশভবনের সামনের গেটে ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত

বিকাশভবনের ভিতরেই অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন তাঁরা। ভিতরে ছিলেন বিকাশভবনের কর্মীরা। রাতে পুলিশ গিয়ে লাঠিচার্জ করে চাকরিহারাদের তুলে দেয়। একাধিক চাকরিহারা আক্রান্ত হন। অভিযোগ, লাঠির আঘাতে চাকরিহারাদের হাতও ভেঙে যায়। সেই ঘটনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। যদিও পরে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করা হয়, পুলিশ বাধ্য হয়েই লাঠিচার্জ করেছে। এরপরই বেশ কয়েকজন চাকরিহারা শিক্ষককে তলব করা হয় বিধাননগর উত্তর থানার তরফ থেকে। এরপরই পুলিশি তলবকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। যদিও সেই আর্জি খারিজ করে আদালত স্পষ্ট জানায়, পুলিশ ডাকলে তাঁদের যেতে হবে। সেই প্রেক্ষিতেই থানায় হাজিরা দিয়ে আন্দোলনকারী চাকরিহারারা বলছেন, তাঁরা আইন মেনে চলতে চান, পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতাও করবেন। এদিকে বিকাশ ভবন অভিযানের ঘটনার দিন এই শিক্ষকরা সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁদের একাধিক ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্রেই বিধাননগর নর্থ থানায় তলবও করা হয়েছে। তলবে সাড়া দিয়েও আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, আন্দোলন ভাঙার জন্য একাধিক ধারায় মামলা দেওয়া হলেও তাঁদের দমানো যাবে না। যতই মামলা দেওয়া হোক, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলন ততদিন চলবে, যতদিন না দাবি পূরণ হয়। স্পষ্ট বার্তা তাঁদের।

এসডিও-কে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগের বিরুদ্ধে আদালতে শরণাপন্ন ১৩ কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসডিও-কে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার ১৩ কাউন্সিলর। গত ১৬ মে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন তৃণমূলের ১০ জন, কংগ্রেসের ২ জন এবং বিজেপির ১ জন কাউন্সিলর। এরপর ১৯ মে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে এসডিও-কে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। আর এই প্রসঙ্গেই মামলাকারীদের দাবি, এর ফলে নির্বাচিত কাউন্সিলররা ভোটাধিকার হারালেন। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৮ মে পরবর্তী শুনানি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রঘুনাথপুর পৌরসভার মোট ১৩টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস, ২টি আসনে কংগ্রেস এবং ১টি আসনে বিজেপির দখলে রয়েছে। গত মাসের ২৪ এপ্রিল তৃণমূল

পরিচালিত রঘুনাথপুর পৌরসভার পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে দলেরই ৬ কাউন্সিলর কংগ্রেসের ১ জনকে নিয়ে অনাস্থা আনেন। এরপর রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের কাছে পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাবও জমা দেন তাঁরা। সূত্রে খবর, দলেরই কাউন্সিলর অভিযোগ করেছিলেন পৌরসভার আধিকারিককে সঙ্গে নিয়েই এই দুর্নীতি করছেন পুরপ্রধান। শুক্রবার রঘুনাথপুর পৌরসভায় অনাস্থার সভা হওয়ার কথা ছিল। তার ২৪ ঘণ্টা আগেই বোর্ড ভেঙে দিয়েছে রাজ্য পুর ও নগরন্নয়ন দপ্তর। এই প্রসঙ্গে অপসারিত পুরপ্রধান তরনী বাউড়ি এই সব অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জানান, ‘কয়েকজন কাউন্সিলারের মনোভাব কীভাবে চুরি করব, কীভাবে টাকা পাব। তাদের শুধু টাকা চাই, তারই প্রতিবাদ করে গিয়েছি। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহকুমা শাসককে দায়িত্ব দিয়েছি। দলের কাউন্সিলরদের আচরণ জেলা ও রাজ্যকে জানানো হয়েছে। রাজের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।’

মে’র শেষে ফের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। মে মাস শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আগে তৈরি হচ্ছে আরব সাগরে। ইতিমধ্যেই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এর নাম হবে ‘শক্তি’। এই নাম দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। যার অর্থ ‘পাওয়ার’ বা ‘ক্ষমতা’। মে মাসের শেষের দিকে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার প্রবণতা থাকে আরব সাগরের মতো বঙ্গোপসাগরেও। বঙ্গোপসাগরে মে মাসের শেষ সপ্তাহে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে যা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ভারতের মৌসম ভবন পূর্বাভাসে জানিয়েছে আগামী ২৭ মে মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, তা জানায়নি ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। বর্ষার আগে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মে মাসের শেষে ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আপাতত রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, আগামী ২৭ মে পশ্চিম মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যার প্রভাবে ২৮ মে থেকে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি বর্ষার আগে টানা ২ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ২৮ মে পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে কোনও কোনও জেলায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

সুশ্রীতা সোরেন নিগ্রহ মামলায় এফআইআর পুলিশের বিরুদ্ধে, আদালতে জানাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মহিলা থানায় এআইডিএসও নেত্রী সুশ্রীতা সোরেন-সহ তরুণী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের মামলায় অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাডভোকেট জেনারেল এই তথ্য জানান। তবে কত জনের বিরুদ্ধে এফআইআর বা তদন্ত কোন পথে সেই ব্যাপারে এদিন আদালতে কিছুই স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়নি রাজ্যের তরফ থেকে। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জের মামলার রায়ে স্থগিতাদেশের আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। তবে আদালত সূত্রে খবর মিলেছে, ছুটির পরে এই মামলা শোনা হবে। মেদিনীপুর মহিলা থানায় এআইডিএসও নেত্রী

সুশ্রীতা সোরেন-সহ তরুণী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায় আইজি মুরলি ধর শর্মার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই কমিটি যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হওয়ায় এআইডিএসও-র মহিলা সদস্যের ওপর অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। মোমের ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে চুল ধরে শূন্যে উঁচু করে পায়ের তলায় মার দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন এআইডিএসও-র নিগৃহীত চার মহিলা কর্মী সমর্থক। সাংবাদিক বৈঠক করে প্রথমে লকআপে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আনেন তাঁরা। এমনকি নিগৃহীতারা রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঘোরার পরও, তাঁকে চিকিৎসা করে কোনও ইনজুরি রিপোর্ট দেয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। আদালতেও সেই বিষয়টি তুলে ধরেন। থানায় অত্যাচারের প্রাথমিক সত্যতা আছে বলে রিপোর্ট দেয়। এরপর অভিযুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় আদালত। সেই রায় ডিভিশনে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাজ্য। প্রসঙ্গত,

১৬টি মিউল অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার লেনদেন, ধৃত সিভিক সহ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাকাউন্ট খুলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন। মিউল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬। ধৃত এই ছ’জনের মধ্যে হেস্টিংস থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারও রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ভলান্টিয়ারের নাম সনু হরি।

একইসঙ্গে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, প্রায় ১৬টি মিউল অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে বুধবার ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতেরা প্রত্যেকেই কলকাতার বাসিন্দা। এরপর ধৃতদের বারাসত আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ছয় দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, তাদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, কোথায় টাকা পাঠানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকেরা। সূত্রে খবর, সল্টলেকের পিএনবি মোড়ের সামনে বেসরকারি ব্যাঙ্কে ওই মিউল অ্যাকাউন্টের সন্ধান মেলে। পরে তাঁরা আবার একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে আসেন, সেই সময়েই তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মূলত এই মিউল অ্যাকাউন্ট থেকেই সাইবার জালিয়াতি হয়ে থাকে। যেরকম এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাওয়া। মূলত এই অ্যাকাউন্ট অবৈধ কার্যকলাপ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের মালিকও জানতে পারেন না, তাঁর অ্যাকাউন্টটি অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মোহনপুর থানায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুদিন আগে ব্যারাকপুরের মোহনপুর ও শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছিল। যদিও পরবর্তীতে পুলিশ তাদেরকে ছেড়েও দিয়েছে। তাই এলাকায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ান সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় মোহনপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ শেষে তারা মোহনপুর থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার ব্যারাকপুর জেলার সভানেত্রী মীনা সিংহ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ প্রমুখ। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে

বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি বলেন, ‘কিছুদিন আগে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে পুলিশ তিনজনকে ধরেছিল। পরবর্তীকালে পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া এই অঞ্চলে অনেক অচেনা মুখ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে পুলিশকে অবগত করা হল।’ তবে সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে পুলিশ যদি পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আগামীদিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। অপরদিকে প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।’

দমদমে অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধারের কিনারা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের কাছে রেল লাইনের ধার থেকে পাঁচদিন আগে উদ্ধার হয়েছিল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ। এরপর ময়নাতদন্তে জানা যায়, শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। এরপর আগুন দেওয়া হয় দেহে। সঙ্গে এও জানা যায়, মৃত ব্যক্তি ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের। এই ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। আর এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে গিয়ে খুনের পিছনে সমকামী সম্পর্ক আর সেই সম্পর্ককে ঘিরে ব্ল্যাকমেল করে প্রভূত অর্থ চাওয়াই প্রধান কারণ বলে দাবি করছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর,তদন্তে নেমে তাঁরা জানতে পারেন, মৃত ওই ব্যক্তি উত্তর চব্বিশ পরগনার ঘোলার বাসিন্দা।

‘মা’ ছবির সাফল্য কামনায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী কাজল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সপ্তাহেই মুক্তি পেতে চলেছে কাজল অভিনীত নতুন ছবি ‘মা’। বিশাল পুরিয়া পরিচালিত অজয় দেবগন এবং জ্যোতি দেশপান্ডে প্রযোজিত এই ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন কাজল। নতুন ছবি মা’য়ের সাফল্য কামনায় বৃহস্পতিবারের সকালে দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরে মাকে পুজো দিতে এলেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল দেবগন। বলিউডের এই প্রিয় নায়িকাকে দেখার জন্য মন্দির চত্বরে অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়েছিল। অনুরাগীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে দেহরক্ষীদের। প্রসঙ্গত, কাজল ছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে খুদে অভিনেত্রী রূপকথা চক্রবর্তীকে। এই ছবিতে তাকে ভূতের চরিত্রে দেখা যাবে। ভবতারিণী মায়ের

কাছে পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিনেত্রী কাজল দেবগন বলেন, কলকাতায় আসতে তাঁর বেশ ভালো লাগে। ভবতারিণী মায়ের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস আছে। মায়ের মন্দিরে এসেছি, মনে হচ্ছে যেন নিজের মায়ের ঘরে এসেছি। তাই ছবির প্রিমিয়ারের আগেভাগেই মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। ছবির বিষয়ে কাজল বলেন, এটি মূলত ‘মাইথোলোজিক্যাল হরর’ সিনেমা। এটা আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক গল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে চলেছে। এই সিনেমা দর্শকদের ভাবাবে। অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে কাজল বলেন, ‘দেশের সেনা জওয়ানদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। সীমান্তে তাঁরা লড়াই করছেন বলেই সুরক্ষিত রয়েছি। দেশের সেনাদের স্যালুট জানাই।’

আজাদের স্ত্রীয়ের মৃত্যুর ঘটনায় উঠছে হাজারো প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতি-কাণ্ডে ধৃত আজাদ মল্লিকের স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সূত্রে খবর মিলছে, ২০২২ সালে ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ। ইডি সন্দেহ করছে আজাদের পাকিস্তানি পরিচয় হয়ত কোনও ভাবে জেনে ফেলেছিলেন তাঁর স্ত্রী। সেই কারণেই হয়ত স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল আজাদ।

আজাদের ঘটনায় পাসপোর্ট মামলার তদন্তে নেমেছে ইডি। এই তদন্ত চলাকালীন সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। সঙ্গে তৈরি হচ্ছে হাজারো প্রশ্নও। এরই মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আজাদ মল্লিকের স্ত্রী সুচন্দ্রা বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনা। কারণ, বিরাটির যে ভাড়া বাড়ি থেকে আজাদকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেই বাড়ি থেকেই ২০২২ সালে সুচন্দ্রার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। মেয়ের মৃত্যুর পরও কেন চুপ করে গিয়েছিল সুচন্দ্রার পরিবার তাও বড় এক প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আজাদ তাঁদের হুমকি দিয়েছিল কি না তা নিয়েও। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, শ্বশুরবাড়ির পরিচয় ব্যবহার করে ভোটার কার্ড বানিয়েছিল আজাদ। নৈহাটি বিধানসভার ভোটার ছিল সে। ভুয়ো নথি দিয়েই এই আধার কার্ড বানিয়েছিল। ইডির অনুমান, সুচন্দ্রা পাকিস্তানি পরিচয় জেনে ফেলায় হয়ত তাঁকে হত্যা করেছে অভিযুক্ত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি আজাদকে গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতায় বসে জাল পাসপোর্ট চক্র চালানোর অভিযোগে।

সম্পাদকীয়

গোটা বিশ্বে ভারতীয় ডিফেন্সের বিশ্বযোগ্যতা বৃদ্ধিই এর ব্যবসা বৃদ্ধির প্রধান কারণ

ভারতের বীরত্ব দেখেছে গোটা বিশ্ব। ভারতীয় সেনার পরাক্রম, ভারতীয় সেনার অত্যাধুনিক হাতিয়ার, বিশ্বমানের সমরাস্ত্রের ব্যবহার দেখে চমকে গিয়েছে তাবড় তাবড় ক্ষমতাধর দেশেরা। ভারতীয় সেনার বিক্রমে ধরাশায়ী পাক সেনা। ইতিমধ্যেই ভারতের অস্ত্র কিনতে লাইন দিচ্ছে প্রথম বিশ্বের একাধিক দেশ। এদিকে ভারতীয় সেনার গৌরব গাঁথা যত ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের দরবার ততই ফুলেফেঁপে উঠেছে ভারতের ডিফেন্স সেক্টরের স্টকগুলি। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে, অস্ত্র বানায় এমন একাধিক সংস্থার স্টকের দাম হু হু করে বেড়েছে বিগত কয়েকদিনে। তবে ভারতের প্রতি গোটা বিশ্বের আকর্ষণ যে বাড়ছে তা বেশ কিছু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। তথ্য বলছে, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করে ঘরে তুলেছিল ৬৮৬ কোটি টাকা। যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৪ গুণ বেড়ে ২৩,৬২২ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। যা ২০২৯ সালের মধ্যে ৫০ হাজার কোটিতে নিয়ে যেতে চাইছে ভারত। গত তিন মাসে নিফটি ইন্ডিয়ার ডিফেন্স সূচক ৩০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, গোটা বিশ্বে ভারতীয় ডিফেন্সের বিশ্বযোগ্যতা বৃদ্ধিই এর মূল কারণ। বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে যা অবস্থা তাতে ভারতের প্রধান ডিফেন্স স্টকগুলির মধ্যে কোচি শিপইয়ার্ড, পারাস ডিফেন্স, মাজাগন ডক শিপবিল্ডার্স, ভারত ডায়নামিক্স, ভারত ইলেকট্রনিক্স এবং হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স, ভালো ব্যবসা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবাণ-২৮১

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মতানৈক্য ৩. পদ্ম, রাজীব ৫. বন্ধু ৭. রেকাবি, ছোট ডিশ ৮. উপকরণ ১০. নিন্দার অযোগ্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. যুদ্ধ ২. শেষ বিচার ৩. কোনো এক সময়ে ৪. গর্ব প্রকাশ, আস্ফালন ৬. কলুর — ৯. কাল।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮০

পাশাপাশি: ১. উপনাম ৩. সুনাভ ৪. চলতি ৬. নিমিত্ত ৯. বাহার ১০. শিষ্টাচার।

উপর-নীচ: ১. উভয় ২. মহল ৩. সুবচনি ৫. তিরস্কার ৭. মিরাশি ৮. খাবার।

জন্মদিন

আজকের দিন

তেজস্বিনী পণ্ডিত

১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জাগমিত সিং ব্রার জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তেজস্বিনী পন্ডিতের জন্মদিন।*

রাসবিহারী বসু, ভারত-জাপান মৈত্রীর বন্ধনে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র

প্রদীপ মারিক

স্কুল জীবন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঝুঁকেছিলেন রাসবিহারী বসু।ইংরেজদের বিরুদ্ধে দিল্লি ষড়যন্ত্র, বেনারস ষড়যন্ত্র এবং লাহোরের গাদর ষড়যন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারী বসু।১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিংয়ের উপর যে হামলা হয় তার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন রাসবিহারী বসু।ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ১৯৪২ সালে।পরবর্তী সময়ে নিজের কাজের দায়িত্ব সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেন রাসবিহারী বসু। পরবর্তী সময়ে এটিই হয়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ।। একটা সময়ে নাকামুরায়া বেকারিতে কাজ করতেন তিনি। তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয় আজকের বিখ্যাত নাকামুরায়া কারি।জাপান সরকার তাঁকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান অর্ডার অফ দ্য রাইজিং সান-এর খেতাবে ভূষিত করে।তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন সব্যসাচী উপন্যাসটি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন জোয়ার এনেছিলেন রাসবিহারী বসু। তাঁরই আদর্শের অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।বিপ্লবী হিসেবে তার অন্যতম কৃতিত্ব বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর প্রাণঘাতী হামলা। বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাস তার নির্দেশে ও পরিকল্পনায় দিল্লিতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বোমা ছোড়েন হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। এই ঘটনায় পুলিশ তাকে কখনোই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সমগ্র ভারতব্যাপী সশস্ত্র সেনা ও গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। বহু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বন্যা বিধ্বস্ত সুবলদহ গ্রামে ফিরে আসেন এবং ত্রাণ বিলির উদ্যোগ নেন।১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকি-মারু' সহযোগে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তার আগে নিজেই পাসপোর্ট অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, রাজা প্রিয়নাথ ঠাকুর ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন।রাসবিহারী বসুকে তার নামটি দিয়েছিলেন পিতামহ কালীচরণ বসু। গর্ভাবতী অবস্থায় তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই সুবলদহ গ্রামের পশ্চিম পাড়াতে অবস্থিত বিষ্ণুমন্দির বা কৃষ্ণ মন্দিরে তার নামে প্রার্থনাকরা হয়েছিল যাতে ভুবনেশ্বরীদেবীসুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দেন, তাই পরবর্তীকালে তার নাতির নাম রাখেন, কৃষ্ণের অপর নামে। রাসবিহারী হল কৃষ্ণের অপর নাম। রাসবিহারী বসু এবং তার ভগিনী সুশীলা সরকারের শৈশবের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল সুবলদহ গ্রামে। তারা সুবলদহ গ্রামে বিধুমুখী দিদিমণির ঘরে বসবাস করতেন। বিধুমুখী ছিলেন একজন বাল্যবিধবা, তিনি ছিলেন কালিচরণ বসুর ভ্রাতৃবধূ। রাসবিহারী বসুর শৈশবের পড়াশোনা সুবলদহের গ্রাম্য পাঠশালায় (বর্তমানে সুবলদহ রাসবিহারী বসু প্রাথমিক বিদ্যালয়) ঠাকুরদার সহচর্যে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি সুবলদহ গ্রামে তার ঠাকুরদা কালিচরণ বসু এবং তার শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গল্প শুনে তার বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামবাসীদের নয়নের মণি। শোনা যায় যে, তিনি ইংরেজদের মূর্তি তৈরি করতেন এবং লাঠি খেলার কৌশলে সেই মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলতেন। তিনি ডাংগুলি খেলতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি শৈশবে সুবলদহ গ্রামে ১২ থেকে ১৪ বছর ছিলেন, এছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রয়োজনে সুবলদহ গ্রামে এসে আত্মগোপন করতেন। পিতা বিনোদবিহারী বসুর কর্মক্ষেত্র ছিল হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। তিনি সুবলদহ পাঠশালা, মর্টন স্কুল ও ডুপ্লে কলেজের ছাত্র ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আলিপুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে অভিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি দেরাদুনে যান এবং সেখানে বন্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে হেড ক্লার্ক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। দেরাদুনে তিনি গোপনে বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জাপানে চলে যান ১৯১৫ সালের ১২ মে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় পি এন টেগোর, এই ছদ্মপরিচয়ে এবং ছদ্মবেশে ছ'নম্বর খিদিরপুর ডক থেকে 'সানুকি মারু' নামক জাহাজে চড়ে তিনি জাপানের উদ্দেশে রওনা হন।অবশ্য ১৯১৪ সালেও তাঁর বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। বড় বড় রেলস্টেশনে তাঁর ছবি টাঙানো হয়েছিল। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল। তখন পুরস্কারের অঙ্কটা নেহাত কম ছিল না। রাসবিহারীর নিরাপত্তার জন্য তাঁর স্বদেশি বন্ধুরা তাঁকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রাসবিহারী নিজেই শেষ মুহূর্তে জাহাজের টিকিট ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপানে গেলেন, তার কারণ দু'টি। তিনি দেখেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনকারীদের হাতে যদি যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ না থাকে, তা হলে বিপ্লব সফল হবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, টাকার ব্যবস্থা করা। কারণ চুরি-ডাকাতি করে বা দু'-চার জন ধনী ব্যক্তির বদান্যতায় বিপ্লবের টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অন্য দেশ থেকে অর্থ আনার প্রয়োজনেও তাঁর বিদেশ পাড়ি। তবে তার আগেও একটা পর্যায় ছিল। জাপান যাওয়ার আগে টাকার জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত যখন তাঁর জন্য সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি করছে ব্রিটিশ সরকার, প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের করাল ছায়া, সর্বত্র অর্থলোভী বিশ্বাসঘাতক এবং বিদেশি শাসকের চরের আনাগোনা; তখন রাসবিহারী কোথায় নিরাপদে আত্মগোপন করবেন, তা এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। রাসবিহারী লিখেছেন, 'নবদ্বীপ একটি তীর্থস্থান। অথচ সাধারণতঃ সেখানে তত বেশী লোক যাওয়া আসা করে না। কিছু দিন সেখানে থাকাই ঠিক হইল। তাছাড়া সেই সময় আমাদেরই একজন লোক সেখানে ছিল, তাহার মতে নবদ্বীপ খুব নিরাপদ স্থান। এই সমস্ত ঠিক করিয়াখ তখন একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলাম। পৈতে তো ছিলই, তার উপর একটি টিকিও ছিলখ পশুপতি যেমন নির্ভীক তেমনি বুদ্ধিমান। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ট্রেনে নবদ্বীপ গিয়া হাজির। ঠাকুর (ত্রৈলোক্য মহারাজ) সেখানে ছিল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য খুঁজিতে বাহির হইলাম। নবদ্বীপের একপ্রান্তে এক বৈরাগীর এক বাড়ী ছিল। ২টি ঘর। সেটি ভাড়া করিলাম। সেখানে প্রায় একমাসের উপর ছিলাম।'প্রাণগোপাল গোস্বামীর জীবনীগ্রন্থে রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর মিলন প্রসঙ্গ, মদনমোহন মন্দিরে আত্মগোপনের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিতআছে। গ্রন্থটি লিখেছেন প্রাণগোপালের পৌত্র প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী। সেখানে বলা হয়েছে; 'শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরটি ছিল আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আত্মগোপনের একটি নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি। কারণ প্রভুপাদ বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন এবং তাঁর গোপনীয়তা রক্ষা করতেন এমন কঠোরভাবে যে বাড়ীর একজনও, এমন কি নিকটতম আত্মীয়রাও বিপ্লবীদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারত না। ছোটখাটো অনেক বিপ্লবীই এসেছেন এবং থেকেছেন। তাঁদের অনেকের পরিচয়ই আজও আমাদের কাছে অজানা। তাই তাঁদের বিষয়ে আলোচনা না করে আমি এখানে এমন একজন বিপ্লবীর নাম করব যাঁকে এককথায় সকলেই চিনতে পারবে। এই বিপ্লবীটির সঙ্গে প্রভুপাদের মিলন হয় ৮১ নং ল্যান্সডাউন রোডে সলিসিটার অচল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। ইনি আর কেউ নন, ইনিই তদানীন্তন কালের স্বনামধন্য বিপ্লবী শ্রীরাসবিহারী বসু মহাশয়। দেশবন্ধুর আগ্রহেই শ্রীবসু মহাশয়ের সঙ্গে প্রভুপাদের মিলন হয়।'তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পাশে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন যোগায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৮-২৯ মার্চ টোকিওতে তার ডাকে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সেই সম্মেলনে একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন ব্যাংককে তিনি লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু কে লীগে যোগদান ও এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। যেসব ভারতীয় যুদ্ধবন্দি মালয় ও বার্মা ফ্রন্টে জাপানিদের হাতে আটক হয়েছিল তাদেরকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে ও লীগের সশস্ত্র শাখা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাপানি সেনাকর্তৃপক্ষের একটি পদক্ষেপে তার প্রকৃত ক্ষমতায় উত্তরণ ও সাফল্য ব্যাহত হয়। তার সেনাপতি মোহন সিংকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার সাংগঠনিক কাঠামোটি থেকে যায়। রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। জাপানে সোমা নামে এক পরিবার তাকে আশ্রয় দেয়। ওই পরিবারেরই তোশিকা সোমাকে তিনি বিবাহ করেন। রাসবিহারী বসুকে জাপান সরকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'সেকেন্ড অর্ডার অব দি মেরিট অব দি রাইজিং সান' খেতাবে ভূষিত করে। জীবনের প্রথম দিকে তিনি নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আলিপুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে অভিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি দেরাদুনে যান এবং সেখানে বন্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে হেড ক্লার্ক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। দেরাদুনে তিনি গোপনে বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।উত্তর ভারতে বন দফতরের সরকারি চাকরি তাঁকে বোমা বানানোর সরঞ্জাম সংগ্রহে প্রাণিত করে। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে গেলে শুরু হয় রাসবিহারীর পলাতক জীবন। তাঁর সন্ধান চেয়ে ছবি দেওয়া পোস্টারে ছেয়ে গেল ভারত। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ঘোষিত হল মোটা টাকার পুরস্কার। সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল হিসেবে রাসবিহারী বেছে নিলেন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জেতা জাপানকেই।১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণের চেষ্টা করছিলেন। সংবাদপত্রে সেই খবর দেখে, ১৯১৫-র মে মাসে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় প্রিয়নাথ ঠাকুরের পরিচয়ের আড়ালে কলকাতা থেকে সানুকিমারু জাহাজে রাসবিহারী ভেসে চললেন জাপানের পথে। জীবন আর ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্টের হাতে সঁপে দিয়ে ঊনত্রিশ বছরের তরুণ সেই যে দেশের মাটি ছেড়ে গেলেন, আর ফিরলেন না কোনও দিন। পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে দিতে তিনি পৌঁছেছিলেন জাপানে। কোবে বন্দরে কাস্টমস-এর জাপানি কর্মী সানন্দে তাঁর হাতে তুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথের নামে আসা কয়েকটি চিঠি। 'রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়' পরিচয় দিতেই কোনও তল্লাশি ছাড়াই রাসবিহারী প্রবেশাধিকার পেয়ে গেলেন জাপানে। প্রবাসী ভারতীয় এবং জাপানি সাংবাদিকদের সহায়তায় তিনি অল্প সময়ে জাপানে গড়ে তুলেছিলেন এক শক্তিশালী জনসংযোগ। তিনি পরিচিত হন চিনের বিপ্লবী নেতা সান ইয়াৎ সেন এবং জাপানের প্রথম সারির প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে। রাসবিহারী বুঝেছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে গেলে ভারতীয়দের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্রের দরকার। জাপান থেকে ভারতে অস্ত্র পাঠানোর সময়, তাঁর সহযোগী সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার হলে ব্রিটিশ পুলিশ জেনে যায় রাসবিহারীর জাপানে লুকিয়ে থাকার কথা। ছদ্মপরিচিতিতে জাপানের সংবাদপত্রে ভারতের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে রাসবিহারী ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সে দেশে একটা জনমত গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন।দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা এবং জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান গেন্ ইয়োশার দাপুটে মুখ তোয়ামা মিৎসুরুর সঙ্গে পরিচয় না হলে সম্ভবত জাপানি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ভারতে ফিরে রাসবিহারী গলায় পরতেন ফাঁসির দড়ি। তাঁকে গ্রেফতার করে প্রত্যর্পণের জন্য ইংরেজ সরকার মিত্র দেশ জাপানের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকলে তোয়ামা গোপনে পরিকল্পনা করে রাসবিহারীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যর্পণের আগের রাতে পুলিশের ঘিরে রাখা একটি বাড়িতে বিদায়ী নৈশভোজের অনুষ্ঠানের ছলে রাসবিহারী আর তাঁর সহযোগী হেরম্বলাল গুপ্তকে যে তৎপরতা আর কৌশলে শিন্ জুকুর নাকামুরায়া রেস্তরাঁর মালিক সোমা আইজোর বাড়িতে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী কোক্কোর উৎসাহে চালান করে দেন তোয়ামা, তা হার মানাতে পারে যে কোনও রুদ্ধশ্বাস অন্তর্ধান রহস্যকে। যে পুলিশ কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী আর হেরম্বলালকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন তোয়ামা, তাঁরা চাকরি হারাবার ভয়ে তাঁর দ্বারস্থ হলে, জানা যায় তিনি তাঁদের বলেছিলেন, তাঁদের চাকরি চলে গেলেও উপকৃত হবে তিরিশ কোটি ভারতীয় এবং দৃঢ় হবে জাপান-ভারতমৈত্রী।জাপান সরকারের ইচ্ছেকে মূল্য দিয়ে জাপানেই সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ আর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দিয়ে হালকা হন অসুস্থ রাসবিহারী।ভারতের মুক্তি নিজে দেখে যেতে পারেননি। ১৯৪৫-এ জাপানেই প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর হৃদয়ে যেমন রইল ভারত, তেমনই রয়ে গেল জাপান। আর পুলিশের খাতায় রয়ে গেল তাঁকে চেনার মোক্ষম চিহ্ন; বাম হাতের মধ্যমায় বিস্ফোরণের এক অভ্রান্ত ক্ষত।

বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অন্য দেশ থেকে অর্থ আনার প্রয়োজনেও তাঁর বিদেশ পাড়ি। তবে তার আগেও একটা পর্যায় ছিল। জাপান যাওয়ার আগে টাকার জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত যখন তাঁর জন্য সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি করছে ব্রিটিশ সরকার, প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের করাল ছায়া, সর্বত্র অর্থলোভী বিশ্বাসঘাতক এবং বিদেশি শাসকের চরের আনাগোনা; তখন রাসবিহারী কোথায় নিরাপদে আত্মগোপন করবেন, তা এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। রাসবিহারী লিখেছেন, 'নবদ্বীপ একটি তীর্থস্থান। অথচ সাধারণতঃ সেখানে তত বেশী লোক যাওয়া আসা করে না। কিছু দিন সেখানে থাকাই ঠিক হইল। তাছাড়া সেই সময় আমাদেরই একজন লোক সেখানে ছিল, তাহার মতে নবদ্বীপ খুব নিরাপদ স্থান। এই সমস্ত ঠিক করিয়াখ তখন একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলাম। পৈতে তো ছিলই, তার উপর একটি টিকিও ছিলখ পশুপতি যেমন নির্ভীক তেমনি বুদ্ধিমান। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ট্রেনে নবদ্বীপ গিয়া হাজির।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযান আরামবাগের ৭টি জায়গায়

বিক্রয় নোটিশ

ডিকিউ এন্টারটেনমেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
সম্পর্কিত
(মহামান্য এনসিএলটি এর উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০২৩
একটি কোম্পানি দেউলিয়া প্রক্রিয়া অধীন)

রেজি. অফিস : ৬৪৪, অরোরা কলোনি, রোড নং ৩, বানজারা হিলস, হায়দরাবাদ-৮০০০৩৪, তেলেঙ্গানা, ভারত। এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে গঠিত রেগুলেশনস অধীনে -ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নে সারণিতে বর্ণিত মতে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

১. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	১০.০৬.২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
২. ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়	০৭.০৬.২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

৩. সম্ভাব্য ডাকদাতা কর্তৃক ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ৩০.০৫.২০২৫ বিকেল ৫টা।

(টাকা)

বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
কলকাতায় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি	১,৪৬,৪৫৫	১৪,৬৪৬/-	৫,০০০/-
অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ	৪০,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

আগ্রহী ডাকদাতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি দেখতে পারেন https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listingor লিকুইডেটরের ই-মেল আইডিতে : dqeil2022@gmail.com লিখিত অনুরোধ করে।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা ব্যাঙ্কনেট ভায়া নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb দ্বারা সম্পাদিত হবে।

স্বা/- বেঙ্কা রেড্ডি বাথিনা
লিকুইডেটর
ডিকিউ এন্টারটেনমেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00645/2018-19/12032
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪০৬ এবং ৪০৭, ৫ম তল, এমজিআর এস্টেটস, দ্বারকাপুরি কলোনি পুঞ্জাগুট্টা, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৮২, তেলেঙ্গানা

স্থান : হায়দ্রাবাদ
তারিখ : ২২.০৫.২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই আরামবাগ শহর সহ তার আশেপাশের কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তথা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা হানা দেয়। শেয়ার ট্রেডিংয়ের দুর্নীতির অন্যতম কাণ্ডারী সৈয়দ জিয়াজুর রহমানের বিভিন্ন অফিস থেকে শুরু করে হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট ও তার অফিসের কর্মচারীদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। প্রায় নয় থেকে দশ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। জানা গেছে, এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা প্রায় সাতটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়। এরমধ্যে আরামবাগ পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অলোক রায় এবং ওই ওয়ার্ডেরই সৌরভ অধিকারী, ১৭ নং ওয়ার্ডের ঘনাপাড়ার সাহিল শেখ, ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলীপ মাইতি, আরামবাগের বিবেকানন্দ পল্লি সহ মায়াপুর ২ নম্বর অঞ্চলের আরামবাগ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে গিয়ে অভিযান চালায় আধিকারিকরা। এদিন যে কটি জায়গায় অভিযান চালায় সেই সকল জায়গাগুলো ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সূত্রে খবর, ভুঁইফোর শেয়ার ট্রেডিং এর নাম করে আমানতকারীদের ঠকানো হচ্ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এদিন ওই কোম্পানির মালিক সৈয়দ জিয়াজুর রহমানের রিসোর্ট সহ তার ঘনিষ্ঠ চারজনের বাড়িতে এদিন জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। বর্তমানে আরামবাগ রিসোর্টের কর্ণধার জিয়াজুর রহমান সেখানেই। জিয়াজুরের ভারতের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গেছে। আরামবাগ থেকে বেনামে শেয়ার ট্রেডিং কোম্পানি চালাত এই জিয়াজুর রহমান বলে অভিযোগ। এদিন জিয়াজুর রহমানের হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকাবাসী সঞ্জীব হেলা জানান, দেখলাম বলতে আমি এদিকে যাচ্ছিলাম যেতে যেতে দেখলাম সেন্ট্রাল ফোর্সের গাড়ি দাঁড়িয়ে। এরপরে জানতে পারি শেয়ার মার্কেট, চিটফান্ড এইসব নিয়ে নাকি ইডি রেড করতে এসেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৮-১০ জন জওয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অন্যদিকে বসন্তপুর আমতলা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোড়ুই জানান, সকাল ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ দেখলাম কেন্দ্রীয় বাহিনী তার সঙ্গে ইডির অফিসাররা সাহিল শেখের বাড়িতে। প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। ও একটা শেয়ার মার্কেটে কাজ করত জানতাম, কোথায় করত কোন কোম্পানিতে করত সেটা জানি না। সবমিলিয়ে এদিনের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান ও তল্লাশির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আরামবাগে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২১.০১.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী শংকর দাস (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত ভদ্রেশ্বর দাস, এবং শ্রীমতী ঝুমা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৬, চণ্ডীবেরিয়া (অংকুর ক্লাবের নিকট) কৃষ্ণপুর, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, থানা নিউ টাউন পো- কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২, লেন, ওয়ার্ড নং ১৬, রিষড়া পুরসভা, জেলা - হুগলি (৫০৩৭০৭৯৭১৩৫) বি কে পাল এভিনিউ শাখা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৩৫৩৮৭০.০০ টাকা (তেরো লাখ তিপান্ন হাজার আটশ সত্তর টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৩১৪৪৫২.০০ টাকা (তেরো লাখ চোদ্দ হাজার চারশ বাহান্ন টাকা)** ১৯.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০২, একতলায় পরিমাণ এরিয়া ৭২৯.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সাধারণভাবে যশোদা অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে পরিচিত, মৌজা- কৃষ্ণপুর, আরএস দাগ নং ৩৫২৩,খতিয়ান নং ২০৬, প্রেমিসেস নং এএফ/২৬০, কৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং ৩৩, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, পো : প্রফুল্ল কানন,থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০১০১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিকাশা সাহার জমি; **দক্ষিণে :** দাগ নং ৫৫৫৩৪/এএফ ২৬১, রবীন্দ্রপল্লি, কেষ্টপুর; **পূর্বে :** কৃষ্ণ নস্করের জমি; **পশ্চিমে :** ১২. ফুট সাধারণ সড়ক।

তারিখ : ১৯.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

তৃণমূলের কিছু শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কর্মসংস্থান পোর্টাল চালু হওয়ায় তৃণমূলের বেশ কিছু লোক ঝান্ডা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। তার মানে ঢিলাটা ঠিক জায়গায় লে গে ছি ল। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের একটি অংশকে ধুইয়ে দিলেন রাজ্যের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে দুর্গাপুরের সিধু কানহু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে নবনিযুক্ত দুর্গাপুরের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই বৈঠকে দেখা গেল না জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ ঘটককে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটি এবার দুর্গাপুরের শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা করবে। মাসে তিনবার করে বৈঠক হবে। শ্রমিকরা যাতে সঠিক সুযোগ-সুবিধা পায় সেদিকে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না শ্রমিক সংগঠন। কারখানায় যা লোক নিয়োগ করা হবে সবই কর্মসংস্থান পোর্টালের মাধ্যমে নেওয়া হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষকেও জানানো হবে ওর কমিটির যদি কোনও সদস্য কোনও অনৈতিক দাবি করে তা হলে আমাকে সরাসরি জানানোর জন্য।'

কোর কমিটির একাধিক সদস্য ঠিকাদারি সঙ্গেও জড়িত সেই নিয়ে অনেক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছে। সেই প্রসঙ্গে রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যদি কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ আমার কাছে আসে তা হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারও যদি কোন অভিযোগ জানানোর থাকে তা হলে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানানোর জন্য।' জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, 'আগে দু' এক জন টাকা তুলত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। সেটাই আরও তরান্বিত হল। এখন ১১ জন মিলে টাকা তুলবে। এর বাইরে দুর্গাপুরের বেকারদের দুর্গাপুরের ঠিকাদারদের কোনও উন্নতি হবে বলে আমাদের মনে হয় না।'

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রের ২২.০৫.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত বিক্রয় নোটিশ সম্পর্কিত সংশোধনী কর্পোরেট ডেটর **নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড** সম্পর্কিত।
বিক্রয় নোটিশে **নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড** এর ক্রম নং ৬ কার্যকর নোটিশ উহ্য থেকেছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ডাকদাতাদের লিকুইডেটরকে নথি ইমেল করার আবশ্যকতা নেই কারণ তা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা হবে। অন্যান্য বিস্তারিত অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিঙ্ঘানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং
IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
স্থান : কলকাতা ই-মেল : binay1@yahoo.com
তারিখ : ২৩/০৫/২০২৫ যোগাযোগ নং : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
Regd. & Corp. Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Ph : +913322890148/6708
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
Website : www.saharahousingfina.com
CIN : L18100WB1991PLC099782

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, May 28, 2025** to consider and approve, inter-alia, the Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended March 31, 2025. This information is also available on the website of the company at www.saharahousingfina.com and on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Sahara Housingfina Corporation Ltd.
Sd/-
(D. J. Bagchi)
CEO, Company Secretary & Compliance Officer
Place : **Kolkata**
Date : **21.05.2025**

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন নং : ০৩৩ ২৩০১৪৪০০। ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৪৮
Share Dept. টেলিফোন নং : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৯৬
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি) এর নিকট রেখিত ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ লাগাতার সাত বছর ধরে ডিভিডেন্ড অদাবিকৃত অবস্থায় থাকার কারণে 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি-ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক" (আইইপিএফ), তে স্থানান্তর।

এতদ্বারা আরও ব্যক্তিগতস্তরে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের তাদের সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায় ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন (সংশোধিত মতে) (আইন) এর ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (সংশোধিত মতে) (আইইপিএফ (এএটিআর) রুলস ২০১৬) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য রুলস, নোটিফিকেশন এবং সার্কুলার, যদি কিছু থাকে, অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানিকে ডিভিডেন্ড পরপর সাত (৭) বছর অপ্রদেয়/অদাবিকৃত থাকলে শেয়ারসমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের (আইইপিএফ ডিমাট অ্যাকাউন্টে) স্থানান্তর করা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট কারণে, এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, যেসকল শেয়ারসমূহের ডিভিডেন্ড ২০১৭-১৮ (২০১৭-১৮ সালে ঘোষিত ডিভিডেন্ড দাবি/নগদ করেননি) নগদ করাননি, সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ কোম্পানি কর্তৃক আইইপিএফ রুলস মোতাবেক আইইপিএফ ডিমাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করায় দায়বদ্ধ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইনভেস্টর রিলেশনস সেকশন অধীনে www.bata.in থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

কোম্পানির যেসব শেয়ারহোল্ডার তাদের লভ্যাংশ নগদ করেননি, তাদের নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে, ফিজিক্যাল সিগনেচার(সমূহ) অধীনে একটি লিখিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে তাদের লভ্যাংশ দাবি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা, পিন কোড এবং ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্রথম / একমাত্র ধারকের নাম, ব্যাংক, শাখা, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি ইত্যাদি সম্বলিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ক্যানসেল করা মূল চেক পত্র, এবং ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত ব্যাংক পাসবুক / স্টেটমেন্টের কোন কপি (এক মাসের বেশি পুরানো নয়) এবং নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার (দের) এর আয়কর প্যান কার্ড (গুলি) এর স্ব-প্রত্যয়িত কপি, অর্থাৎ যৌথ ধারক (গণ) সহ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অথবা মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ডিম্যাট মোডে শেয়ারহোল্ডিং অনুযায়ী অবিলম্বে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর মাধ্যমে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করুন।

আইইপিএফ নিয়ম মেনে চলার জন্য, কোম্পানি ১৭/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানি/এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কর্তৃক একটি বৈধ দাবি না পাওয়া পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য নির্দেশ পালন করবে। সুতরাং, আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত এই ধরনের শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে কোনও দাবি থাকবে না।

যে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার জন্য দায়বদ্ধ, তারা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে :

- **ফিজিক্যাল মোডে অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে :** ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) জারি করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ডিম্যাট ফর্মে রূপান্তর করবে এবং শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের অনুকূলে স্থানান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং নন-নেগোশিয়েবল হিসেবে গণ্য হবে।
- **ডিম্যাট আকারে অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে :** সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের অনুকূলে স্থানান্তর অধীন ইক্যুইটি শেয়ারের স্থানান্তর কার্যকর করবে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ এবং ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যার মধ্যে এই ধরনের ইক্যুইটি শেয়ারের উপর অর্জিত সুবিধা, যদি থাকে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্ধারিত ওয়েব ফর্ম আইইপিএফ-৫ (ওয়েবসাইটে www.iepf.gov.in উপলব্ধ -এ অনলাইন আবেদন করে দাবি করা যেতে পারে / উক্ত ওয়েব ফর্মের ওয়েবপেজ ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট www.bata.in-এও দেওয়া আছে) এবং তারপরে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত (কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে রেকর্ড করা নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) প্রকৃত কপি এবং ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ তালিকাভুক্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য কোম্পানির কাছে পাঠাতে হবে। আরও তথ্য/বিশদে জানার জন্য, নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যেকোনো একটিতে যোগাযোগ করুন :

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস এবং শেয়ার ডিপার্টমেন্ট : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ টেলিফোন : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৯৬; ফ্যাক্স ০৩৩ ২২৮৯৫৭৪৮ ইমেল : share.dept@bata.com ওয়েবসাইট : www.bata.in	**এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ইউনিট : বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৮৩ টেলিফোন : ৮১০৮১১৬৭৬৭; ফ্যাক্স ০২২ ৪৯১৮৬০৬০ ইমেল : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২২.০৫.২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস Indian Bank
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**১. পশুপতি ট্যুর এন লিঙ্কস)-ঋণগ্রহীতা, শ্রী সুশীল খৈতান, শ্রীমতি বিমলা খৈতান, (মাতা-সুশীল খৈতান), শ্রীমতি সুমন খৈতান (স্বামী সুশীল খৈতান),** এ/সি নং : ৫০৫২০০২৭০৮৬, ৭০০৭০৯৪৫৫০, ৭০০৭০৯৬৭২৭, এবং ২০১১৩২৭৬২৪৬।	**১. ২৯.১০.২০২৪ ২. ২০.০৫.২০২৫ ৩এ. ২১,৪৩,২৬১ টাকা (একুশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার দুশো একষট্টি টাকা) ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পুঞ্জীভূত সুদ সহ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন রুম নংত ৩০২স ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২, ব্যারেটো লেন, ৪ ম্যাঙ্গো লেনের নিকট, ওয়ার্ড নং ৪৬, লালবাজার, থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৬৯, পরিমাণ ১৮৩.১২ বর্গফুট, সম্পত্তি শ্রীমতি বিমলা খৈতান (মাতা-সুশীল খৈতান) এর নামে। চৌহদ্দি : **উত্তরে :** ৩ ব্যারেটো লেন; **দক্ষিণে :** ১৭ এ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট; **পূর্বে :** অংশত ২, ব্যারেটো লেন এবং অংশত ১৬, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট; **পশ্চিমে :** ব্যারেটো লেন। **উত্তরে :** অন্যান্য ইউনিট; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ইউনিট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** করিডর।
২	**(মেসার্স এজ মাই সাপ্লাই)-ঋণগ্রহীতা, শ্রী সুশীল খৈতান, শ্রীমতি বিমলা খৈতান, (মাতা-সুশীল খৈতান), শ্রীমতি সুমন খৈতান (স্বামী সুশীল খৈতান),** এ/সি নং : ৫০৪৮২৯৩০০৬৮, এবং ৭১২২৫৪৯১২৩। **শাখা :** সি আর এভিনিউ।	**৩বি. ১১,৬১,০৩০ টাকা (এগার লাখ একষট্টি হাজার তিরিশ টাকা) ১৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন রুম নং ৪০৪, ৫ম তলে, প্রেমিসেস নং ২, ব্যারেটো লেন, ৪ ম্যাঙ্গো লেনের নিকট, ওয়ার্ড নং ৪৬, লালবাজার, থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৬৯, পরিমাণ ১৬৫.৪৯ বর্গফুট, সম্পত্তি শ্রীমতি সুমন খৈতান (স্বামী সুশীল খৈতান)এর নামে। **উত্তরে :** ৩, ব্যারেটো লেন; **দক্ষিণে :** ১৭ এ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট; **পূর্বে :** অংশত ২, ব্যারেটো লেন এবং অংশত ১৬ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট; **পশ্চিমে :** ব্যারেটো লেন। **উত্তরে :** অন্যান্যর ইউনিট; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ইউনিট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** করিডর।

তারিখ- ২০.০৫.২০২৫ — স্বা/-
স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বর্ধমান জোনাল অফিস — Bank of India BOI
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ৩০.০৬.২০২৫ **তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **প্রভাবতী প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ,** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদ, **সাকিন :** ধাদকা রোড (দক্ষিণ), আসানসোল, থানা : আসানসোল, হনুমান মন্দিরের নিকট, পো : আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ধাদকা রোড (দক্ষিণ),আসানসোল, থানা : আসানসোল, হনুমান মন্দিরের নিকট, পো : আসানসোল, পিন ৭১৩৩০২। মৌজা : দক্ষিণ ধাদকা সিএস খতিয়ান নং ৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯১, আরএস প্লট নং ৪৫৯ এবং ৪৫৯/১১৩৫, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমনাথ প্রসাদের ভবন ;দক্ষিণে : গোপাল রাউতের ভবন; পূর্বে : ধাদকা রোড ;পশ্চিমে : পূর্ণ চন্দ্র রায় এবং অন্যান্যর খালি সড়ক।	ক. ১৫.১৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৫.০১.২০১৯ গ. ২৪.০৬.২০১৯	১. ২১,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ২,১৬,৪০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহ রসিদ,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী মহ রসিদ,** পিতা শ্রী মহ ওয়াসিম, **সাকিন :** মৌজা আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য়তলে, প্রীতি অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৬০(১৪), এম এন সাহা রোড, হাটন রোড, পাঠক বাড়ি, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৭৬২১, ৭৬২৩, ৭৬২৫, আরএস খতিয়ান নং ৯২৭৯, পো : আসানসোল, থানা : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। সম্পত্তি শ্রী মহ রসিদের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : এম এন সাহা রোড, উত্তরে : মহ ইবরার এবং অন্যান্য এর ভবন; দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন।	ক. ২৯.৩৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.০৮.২০২২ গ. ২১.১২.২০২২	১. ৩৫,১৮,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৫১,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**অন্ডাল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী হরেন্দর সিং,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী হরেন্দর সিং,** পিতা রাজেন্দর সিং, গ্রাম : খোট্টাডি, পো : খোট্টাডি, থানা : জামুরিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩৭৮।	**মেক এবং মডেল :** টাটা মোটরস লি, এলপি৮১০/৫২ বিএস-৬, **রেজিস্ট্রেশন নং** WB-37E-3002 **রেজিস্ট্রেশন এর তারিখ :** ২২.০৯.২০২২, **ইঞ্জিন নং** 4SPCR16GXX618583 **চেসিস নং:** MAT513354NFG06457, **জ্বালানির ধরন :** ডিজেল, **বর্ষ :** ২০২২।	ক. ১৮.১৫ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১. ১৬,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৯,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**আপকার গার্ডেন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী সুব্রত সরকার** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুব্রত সরকার,** কুমারপুর, কারো গেটের বিপরীতে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩০৪।	**মেক এবং মডেল :** মারুতি ডিজায়ার ভিডিআই, **রেজিস্ট্রেশন নং** WB-38AR-3533 **রেজিস্ট্রেশন তারিখ :** ১৯.০৩.২০১৯, **ইঞ্জিন নং :** D13A-3437B82 **চেসিস নং** MA3CZF038JL452543 **জ্বালানির ধরন :** ডিজেল, **বর্ষ :** ২০১৮।	ক. ৪.৫৮ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১. ১,১১,০০০.০০ টাকা ২. ১১,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ৩০.০৬.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৭.০৬.২০২৫ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **৩০.০৬.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২২.০৫.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড — L&T Finance
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H005412809 21065804, KOLHL1800 0479, KOLHL1800 0497, KOLHL2000 0138	1. শ্রী সুজয় মজুমদার 2. মেসার্স সোমনাথ কনষ্ট্রাকশন (ইহার মালিক সুজয় মজুমদার–এর মাধ্যমে) – সহ–ঋণগ্রহীতা 3. শ্রীমতী চন্দা মজুমদার – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি - I** দুটো আবাসনিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সমগ্র ফার্স্ট ফ্লোর। পরিমাপ 774 বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া এবং ফার্স্ট ফ্লোরের ওই 774 বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসনিক একটা 2 কাঠা 14 ছটাক পরিমাপের জমির ওপর আছে ও অবস্থিত, যেটা বেলঘরিয়া মৌজাতে জে.এল. নং 3, রেভিনিউ সার্ভে নং 17, তৌজি নং 178, দাগ নং 1299/2639, 1330, সি.এস. খতিয়ান নং 779, হাল খতিয়ান নং 2206, 2216, 2221, 2236 সম্বলিত তথা কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং 20 অধীনে হোল্ডিং নং 660 (পুরনো), 261 (নতুন), 2 বি. এম. ব্যানার্জী রোড, থানা – বেলঘরিয়া, জেলা – 24 পরগণা (উত্তর) ঠিকানাযুক্ত। উত্তরদিকে : রাস্তা; পূর্বদিকে : সুশীল দত্ত'র বাড়ী; দক্ষিণদিকে : কমল গাঙ্গুলী'র জমি; পশ্চিমদিকে : শ্রীযুক্ত বর্মণ'র বাড়ী। **অনুসূচি - II** 2 কাঠা 14 ছটাক পরিমাপের এক খণ্ড জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারির সঙ্গে একত্রে একটা ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে 347 বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ পরিমাপের একটা অফিস/গোডাউন রুম আছে, যেটা বেলঘরিয়া মৌজাতে জে.এল. নং 3, রেভিনিউ সার্ভে নং 17, তৌজি নং 178, দাগ নং 1299/2639, 1330, সি.এস. খতিয়ান নং 779, হাল খতিয়ান নং 2206, 2216, 2221, 2236 সম্বলিত তথা কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং 20 অধীনে হোল্ডিং নং 660 (পুরনো), 261 (নতুন) হওয়া পরিসর নং 2, বি. এম. ব্যানার্জী রোড, থানা – বেলঘরিয়া, জেলা – 24 পরগণা (উত্তর) ঠিকানাযুক্ত এবং উহাতে একত্রে কমন এরিয়াসমূহের সুবিধাদি ও সুযোগ–সুবিধাদিও আছে।	10/03/2025	10/03/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ41,49,141.54/- (টাকা একচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একচল্লিশ এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র)	21–05–2025 বাস্তবিক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 23.05.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পানাগড় স্টেশন উদ্বোধন মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: বৃহস্পতিবার রাজস্থান থেকে দেশের ১০৩টি অমৃত ভারত রেল স্টেশন প্রকল্প স্কিমের উদ্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদি। এরই সঙ্গে উদ্বোধন হয় পানাগড় রেল স্টেশন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রেল প্রকল্প সহ সড়ক প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সামরিক বিষয়, সবকিছু নিয়ে কী ভাবে দ্রুত গতিতে দেশজুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে তা তুলে ধরা হয় জায়েন্ট স্কিনের মাধ্যমে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে এদিন রেলের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, তাদের হাতে পানাগড় বণিক সভার পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রেলওয়ে স্টেশনের ৪নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখে টিকিট কাউন্টার সহ লিফটের ব্যবস্থা করার জন্য।

পানাগড় বণিক সভার চিফ অ্যাডভাইজার রতন আগরওয়ালের অভিযোগ, যে ভাবে কাজ করা হয়েছে তাতে কয়েক লক্ষ টাকা জলে গিয়েছে। মানুষ টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে উঠবে। তাই কাউন্টার যেখানে সেখানেই লিফট তৈরি করতে হত। যেখানে লিফট করা হয়েছে সেটা স্টেশনের মাঝখানে। শুধু এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য। ফলে তা কোনও কাজে লাগবে না যাত্রীদের বলে তাঁর অভিযোগ। এছাড়াও স্টেশনের যেদিকে নতুন টিকিট কাউন্টার তৈরি হয়েছে সেটা হয়েছে হোক। কিন্তু উত্তর দিকে যেখানে আগে টিকিট কাউন্টার ছিল সেখানে কাউন্টার বন্ধ না করে ফের চালু করতে হবে কারণ মানুষ বাজারের দিক থেকে এসে টিকিট কাটে। এখন প্ল্যাটফর্ম পার করে টিকিট কেটে ফের প্লাটফর্মে আসতে হচ্ছে। এই দু'টি বিষয় বিবেচনা করুক রেল। রেল দপ্তরের কাছে এমনই দাবি তুলেছেন তারা।

তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তারা একটি স্মারকলিপি উপস্থিত রেলের আধিকারিকদের হাতে ও ইমেইলের মাধ্যমে সেই কপি রেল দপ্তরকে পাঠাবেন। পানাগড় বাজারের বাসিন্দারা ও রেল যাত্রীরা জানিয়েছেন, অমৃত ভারত স্টেশন হওয়ায় তারা খুশি। এখন স্টেশন পুরো পরিষ্কার থাকে। ট্রেন যথা সময়ে আসে। সিসিটিভি থেকে রেল পুলিশের নিরাপত্তাও ঠিকঠাক আছে। তবে দিল্লি যাওয়ার জন্য কোনও একটি ট্রেন দাঁড়ালে দিল্লিগামী মানুষদের অনেকটাই সুবিধা হবে। কারণ পানাগড় স্টেশন থেকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সেনা জওয়নরাও দিল্লি যেতে গিয়ে লোকাল ধরে দুর্গাপুরে গিয়ে দিল্লির ট্রেন ধরে। এই বিষয়ে রেলের কাছে দিল্লিগামী ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা।

এদিন অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প স্কিমের একটি ফলক উন্মোচন করেন রেল দপ্তরের আধিকারিকেরা। আসানসোল ডিভিশনের ঙ্গঁট্রঞ্চ প্রবীণ কুমার প্রেম জানিয়েছেন আরও অনেক উন্নয়নের কাজ হবে।

জয়চন্ডী স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অমৃত ভারত প্রকল্পে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের জয়চন্ডী রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সকালে ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করলেন। সেই তালিকায় পুরুলিয়ার জয়চন্ডী স্টেশনের নাম থাকায় এদিন নতুন রূপে জয়চন্ডী স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। পুরুলিয়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহাড়। আর এই পাহাড়ের সামনেই অবস্থিত জয়চন্ডী রেল স্টেশন।

এদিনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদ্রা ডিভিশনের ঙ্গট্রঞ্চসুমিত নারোলা, প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার, রঘুনাথপুর বিধানসভার বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউরি সহ অন্যান্যরা।

সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে দেখা হতেই প্রাপ্য টাকা চাইলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী! বুঝলাম না কীসের টাকা, বললেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে দেখা হতেই প্রাপ্য টাকা চেয়ে বসলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যদিও সেই প্রাপ্য টাকা কীসের তা বুঝতেই পারেননি বলে দাবি প্রাক্তন সাংসদের। এভাবে প্রকাশ্যে টাকা পাওয়ার প্রশ্নে বেশ অস্বস্তিতেও পড়তে দেখা যায় সাংসদকে।

ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও অপারেশান সিঁদুরের সাফল্যকে তুলে ধরতে এদিন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করে বিজেপি। তিরঙা যাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় থেকে এই তিরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়। মিছিলের একেবারে সামনে ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র। মিছিল চলাকালীন স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ রাজ্যের প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন সৌমিত্র।

প্রাক্তন মন্ত্রীকে দেখেই তাঁর কাছে এগিয়ে যান সাংসদ। প্রাক্তন মন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা যায় সাংসদকে। পরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, হঠাৎ দেখা হওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই তাঁকে প্রণাম করেছেন সাংসদ। তাঁর দাবি, দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি সাংসদের কাছে প্রাপ্য বকেয়া টাকা তিনি চেয়েছেন। যদিও প্রাক্তন মন্ত্রীর টাকা চাওয়ার কথা মানতে চাননি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তাঁর দাবি, কিসের টাকা সেটাও তাঁর বোধগম্য হয়নি।

প্রসঙ্গত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র খাঁ দু'জনই একসময় তৃণমূল করতেন। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সৌমিত্র দল বদলে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরে তিনি বিষ্ণুপুর পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ কারাবাসের পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুক্ত হলেও, আর সরাসরি রাজনীতির ময়দানে তাঁকে দেখা যায়নি।

নিয়মিত জল সরবরাহ না হওয়ায় অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: দীর্ঘ প্রায় একমাস ধরে অনিয়মিত জল আসা ও বেশ কয়েকদিন ধরে জল না আসার কারণে এবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল দামোদর নদের ধারেই বসবাসকারী বল্লভপুর পঞ্চায়েতের বাঁশতলা মোড় এলাকার বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার বেলা একটা থেকে তারা রাস্তার মধ্যে জলের পাত্র রেখে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘ প্রায় একমাস ধরে অনিয়মিত জল আসছে তাদের এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে জল সংযোগ দেওয়ার জন্য পাইপলাইন লাগানো হলেও সেই সকল পাইপ লাইনে জল আসা এখন দূর অস্ত। রাস্তার পাইপ লাইনে জলই নিয়মিত সরবরাহ হয় না বলেই দাবি তাদের। অভিযোগ, গত তিন চার দিন ধরে তাদের রাস্তার কলগুলিতেও জল আসা বন্ধ হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই সকল দাবিকে সামনে রেখেই এলাকার মহিলারা রাস্তা আগলে ধরেন। তাদের দাবি, যতদিন না স্বচ্ছলভাবে তাদের জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ততদিন তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

পথ অবরোধের বিষয়ে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ, আর তার সঙ্গেই পৌঁছন

বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিদান মণ্ডল ও এগারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব গড়াই। তারা বিক্ষোপকারীদের মাঝে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের কাছে জানান যে ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইদানিং দুর্গাপুর ব্যারেজের সংস্কারের কাজ চলছে সে কারণেই জল সরবরাহ নিয়মিত নেই এজন্য বিভিন্ন অংশে বোরহোল করে জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই জল সরবরাহ পর্যাপ্ত হবে বলেই আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

ডিজে বন্ধে আক্রান্ত মহিলা কর্মী সহ পুলিশ, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানকুনিতে একটি কালীপুজোর বিসর্জন চলছিল। অভিযোগ, সেখানেই উচ্চস্বরে চালানো হচ্ছিল ডিজে। সেটা বন্ধ করতে যাওয়ায় পালটা পুলিশের উপরেই হয় হামলা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টিও শুরু হয়। ডিজে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। মহিলা পুলিশকর্মী সহ একাধিক পুলিশ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বুধবার হুগলির ডানকুনিতে ঘটনাটি ঘটে। তিনজন মহিলা পুলিশকর্মী সহ ১২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে রীতিমতো পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রেপ্তার করা হয় ৬ জনকে। তাদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

ডানকুনির মনবেড় ও রামকৃষ্ণ পল্লিতে রক্ষাকালী পুজো হয়। এই পুজোর ভাসানে ডিজে বাজানো নিয়ে পুলিশের আপত্তি ছিল। যাতে ডিজে বাজানো না হয় তার জন্য একাধিকবার মিটিং করে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও

পুলিশের নিষেধ শোনা হয়নি। বুধবার রাতে পুজোর ভাসানে ডিজে বাজানো হলে তা বন্ধ করতে বলে পুলিশ। নির্দেশ না শোনায় পুলিশের বড় বাহিনী গিয়ে ডিজে বন্ধ করার চেষ্টা করতেই শুরু হয় বচসা। তা থেকে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পথ অবরোধ শুরু করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলেই উত্তেজনা বাড়ে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্ত্রীর গলায় নাইলনের দড়ির ফাঁস লাগিয়ে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ২০২০ সালের ২৪ মে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থানার রামকানালি গ্রামে নিজের বাড়িতেই স্ত্রী বৈশাখী বাউরিকে খুন করার অভিযোগ ওঠে স্বামী আনন্দ বাউরির বিরুদ্ধে। ৫ বছর পর সেই ঘটনায় স্বামী আনন্দ বাউরিকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। বৃহস্পতিবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন থেকে ১৩ বছর আগে বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার মুকুন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা বৈশাখী বাউরির সঙ্গে বিয়ে হয় বেলিয়াতোড় থানার রামকানালি গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ বাউরির। ওই দম্পতির একটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়। পরিবারের দাবী বিয়ের পর থেকেই দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। মাঝেমধ্যেই আনন্দ বাউরী মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রী বৈশাখীর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করতো বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার দুই পরিবার আলোচনায় বসে মিটমাটও করে নেয়। কিন্তু তারপরেও বৈশাখীর ওপর অত্যাচার কমেনি।

২০২০ সালের ২৪ মে রাতে বৈশাখীর বাপের বাড়ির লোকজন জানতে পারে বৈশাখী অসুস্থ। তাঁকে বেলিয়াতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে বৈশাখীর বাপের বাড়ির লোকজন জানতে পারেন বৈশাখীর মৃত্যু হয়েছে। এরপরই বৈশাখীকে খুন করার অভিযোগ তুলে বেলিয়াতোড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বৈশাখীর ভাই আস্তিক বাউরি। পরে আনন্দকে গ্রেপ্তার করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। তারপর থেকে ওই ঘটনার মামলা চলছিল বাঁকুড়া জেলা আদালতে। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর বুধবার আদালত বৈশাখী বাউরিকে খুনের ঘটনায় স্বামী আনন্দ বাউরিকে দোষী সাব্যস্ত করে। এদিন বাঁকুড়া জেলা আদালত আনন্দ বাউরিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে আনন্দ বাউরিকে দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা আদালত।

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গভীর রাতে দরজা ভেঙে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ দাপুটে তৃণমূল নেতার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা মিনাখাঁ থানা এলাকায় এক গৃহবধূ বাড়িতে একাই ঘুমোচ্ছিলেন। তার স্বামী কর্মসূত্রে ছিলেন বাইরে। বাড়িতে মহিলা একা থাকার সুযোগে বাড়ির দরজায় ভেঙে রাত্রি দুটো নাগাদ গৃহবধূর বাড়ির ভেতরে ঢোকে ধর্ষণকারী। গৃহবধূকে মারধর করে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই ধর্ষণের কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় অভিযুক্ত। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত বাবুসোনা মীরকে এলাকার বাসিন্দারা ধরে সকালে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই বাবুসোনা হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তথা এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা বাহার আলি মোল্লার আত্মীয়। অভিযোগ, রবিউল বৈদ্য নামে এক ব্যক্তি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে এবং এই তৃণমূল নেতার আত্মীয় বাবুসোনা মীর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ঘটনার পর বাবুসোনা মীরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে পলাতক রবিউল বৈদ্য। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে ওই গৃহবধূ মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

ঝড়ে ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে তার জড়িয়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সন্ধ্যার পর হঠাৎ হুগলির ষণ্ডেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঝড় শুরু হয়। সেই ঝড় পাক খেয়ে একাধিক গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট উপড়ে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলায় এ দিন বৈশাখী মেলা বসেছিল। ঝড়ে গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই মেলার দোকানপাট-সহ একাধিক বাড়িঘরও।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, এ দিন ঝড়ের আগে বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একটা পাক খাওয়া ঝড় সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে তার জড়িয়ে যায়। মন্দির সংলগ্ন অনেক গাছ ও গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। তবে ষণ্ডেশ্বর মন্দিরের কোনও ক্ষতি না হলেও গাছের ডাল পড়ে একটি ছোট মন্দিরের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এই ঝড়কে টর্নেডো বলেই মনে করছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই ঝড় ষণ্ডেশ্বর তলা পেরিয়ে শ্যামবাবুর শ্মশান ঘাটের দিকে চলে যায়। সেখানেও বিদ্যুৎ-এর খুঁটি উপড়ে পড়ে। সেই সঙ্গে গাছ ভেঙে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন স্থানীয় দোকানদার। তাঁকে বুধবার রাতেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে ব্যান্ডেল বন মসজিদের পাশেও একটি বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ে। সেখানে আটকে পড়া দুই মহিলাকে জানালা ভেঙে উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরা। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের পুর পারিষদ জয়দেব অধিকারী বলেন, 'ঝড়ে শহরের একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে। গাছ কেটে সরাতে সময় লাগবে। আমরা শুনেছি উত্তর চন্দননগর, খুশিগলি, শ্যামবাবুর ঘাটে একাধিক বাড়ি ও গাড়ির গাছ ভেঙে পড়েছে।' সূত্রের খবর, বুধবার রাত থেকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। তবে কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও বেশিরভাগ এলাকা এখনও বিদ্যুৎহীন রয়েছে।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: মদের নেশায় শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার নৃসিংহপুর গ্রামের ঘটনা। বৃহস্পতিবার শোবার ঘরে লক্ষ্মী হেমব্রম নামের বধূর দেহ উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ। বধূর বাপের বাড়ি ভাতারের খুড়ুল গ্রামে। দশ বছর আগে নৃসিংহপুর গ্রামের বাবুলাল হেমব্রমের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল। তিনটি নাবালক সন্তান রয়েছে। বাবুলাল ও লক্ষ্মী দু'জনেই দিনমজুরি করতেন। এদিন সকালে শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে বাবুলাল জানায় লক্ষ্মী হৃদরোগে মারা গিয়েছে। পাড়া পড়শিদেরও একই কথা বলে। খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন আসার পর লক্ষ্মীর মৃতদেহের গলায় দাগ দেখতে পান। সবাই মিলে চেপে ধরতেই বাবুলাল স্বীকার করে মদের নেশায় গলায় ফাঁস দিয়ে লক্ষ্মীকে খুন করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে । আটক করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

মালদায় এবারের ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সতর্কতা জারি করল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর সীমান্তবর্তী মালদা জেলার আকাশে অবাঞ্ছিত ড্রোন ক্যামেরা উড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। বিয়ে বাড়ি থেকে জন্মদিন, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান থেকে মেলা পার্বণ, মাঠে-ঘাটে, হোটেল লজের ছাদে এইসব অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই মালদার আকাশে যত্রতত্র উড়ছে ড্রোন ক্যামেরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ড্রোন ওড়ানোর পিছনে কার কি অভিসন্ধি রয়েছে সেটাও বলা অসম্ভব। সুতরাং এব্যাপারে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে তদারকি করে দেখা উচিত। সেক্ষেত্রে এবার থেকে যত্রতত্র ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানোর ক্ষেত্রে রীতিমতো পুলিশ ও প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদায় প্রায় ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। যার মধ্যে নদীপথ রয়েছে প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এখনো ১৮ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় থ্রি ফেজের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। মালদার ছয়টি থানা এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী, সেগুলি হল ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, হবিবপুর এবং বামনগোলা। মূলত এইসব এলাকার মধ্যে সদর শহর হচ্ছে ইংরেজবাজার। এই শহরের থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ কেষ্টপুর থেকে শুরু করে সীমান্তবর্তী এলাকা। অথচ সীমান্তবর্তী এই শহরে যত্রতত্র ড্রোন ক্যামেরা উড়তে দেখা যাচ্ছে আকাশে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাতের অন্ধকারে মূলত বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই এক ধরনের ড্রোন ব্যবহার করছেন কেউ কেউ। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরাসরি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সমস্ত অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক এবং নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। সবদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখেই মালদায় এবারের ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে চলেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের মধ্যেই রয়েছে জেলা প্রশাসনিক ভবন, আদালত চত্বর, পুলিশ সুপারের অফিস, মালদা টাউন স্টেশন, গৌড় কন্যা বাস টার্মিনাসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কিন্তু কোনও শোভাযাত্রা হোক অথবা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, যে কোনও ক্ষেত্রেই এখন ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো যেন একটা স্ট্যাটাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই ড্রোন ক্যামেরার আড়ালে কার কি পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা জানা সম্ভব নয়। তাই পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে জ্যোতিরানি গ্রেপ্তারের পর থেকেই সজাগ হয়ে উঠেছে পুলিশ ও প্রশাসন। ইউটিউবার হোক অথবা ভ্লগার, পুলিশ ও প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া যত্রতত্র ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহার করা হলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা জানিয়েছেন জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, আইনগত যে নিয়ম আছে সেটা মেনেই কাজ করা হবে। তবে এই ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ লোকেই নিয়ম জানেন না। এব্যাপারে ড্রোন ব্যবহারকারী অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনা করে সতর্ক করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্ডার এরিয়ায় ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানোর ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন আছে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া যত্রতত্র ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো যাবে না।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৩৯২; ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	১০৬	২,৪৬৮	১,৭২১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	(৮৮)	১,৮৮৮	১,৬১০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৮৮)	১,৮৮৮	১,৬১০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৭১)	১,৫৫৭	১,৬১০
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৬৭)	১,৫৫৭	১,৬০২
ইকুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার) মৌলিক এবং মিশ্রিত :	(০.০৩)	০.৭৫	০.৭৭

দ্রষ্টব্য :
১. ২২ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ২২ মে, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৫০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, ওয়েবসাইট: www.shalimarwires.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৫) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৪) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৫) নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৬৩৪.৮৮	৩,৪২১.২২	২,৫৫৮.৯৮	১৩,১৯৩.৮৬	১২,৮৫০.৩৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৫২.২৯	(২০৮.১৯)	১৪৫.৯৬	১৯৮.২৫	(৫১.১৮)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮৮.১৬	(১০.৩৯)	১৪৫.৯৬	২৩৪.১২	১৪৬.৬২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮৮.১৬	(১০.৩৯)	১৪৫.৯৬	২৩৪.১২	১৪৬.৬২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	১১৯.৯২	৪৪.৭২	১৪৫.৯৬	২৬৫.৮৮	২০১.৭২
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)					
	মৌলিক :	০.২১	(০.০২)	০.৩৪	০.৫৫	০.৩৪
	মিশ্রিত :	০.২১	(০.০২)	০.৩৪	০.৫৫	০.৩৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্মাটটি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ মে, ২০২৫

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩৩৩ ইমেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত ₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৫২২	১২৭৬৭	৩০১৬৬	৪৭৬১৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৩৪০	(৮৩৬)	(১৪১২)	(১৭৮৬)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময় কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৪০	(৮৩৬)	(১৪১২)	(১৭৮৬)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময় কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৫২	(৫৪৩)	(১০৫৭)	(১২৫৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	১৪৫৮	(৪৯৭)	২৬২	(১০৩৪)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত বাদে, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৬৯৬	১৫৪৩৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
	ক) মূল	২.৩৩	(৫.০৩)	(৯.৭৯)	(১১.৬১)
	খ) মিশ্রিত	২.৩৩	(৫.০৩)	(৯.৭৯)	(১১.৬১)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ২২ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) -এ পাওয়া যাবে।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানটি হল ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের বিষয়ে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলি এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তারিখ থেকে বর্ষের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য পরিসংখ্যান।
৪. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিষ চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০৫.২০২৫

সুকমায় গুলির লড়াইয়ে নিকেশ এক মাওবাদী

গুলির লড়াইয়ে শহিদ কোবরা কমান্ডো

রায়পুর, ২২ মে: বৃহস্পতিবারও ছত্তিশগড়ে চলে মাওবাদী দমন অভিযান। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় এক মাওবাদীর। পাশাপাশি খবর মিলেছে, মাওবাদীদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন সিআরপিএফের এক কমান্ডো অফিসার। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও তার পরবর্তী সময়ে অপারেশন সিঁদুরের আবহেও দেশের অভ্যন্তরে লাগাতার মাওবাদী দমন অভিযান চালিয়ে গিয়েছে সেনাবাহিনী। ছত্তিশগড় জেলা রিসার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও সিআরপিএফের ২১০ ব্যাটালিয়নের কোবরা ইউনিট তুমরেল গ্রাম এলাকায় লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার মাওবাদী দলের এক সদস্য নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। অসমর্থিত সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক কোবরা জওয়ানের। আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে বামপন্থী চরমপন্থা নির্মূল করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদী প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে ছত্তিশগড়। গতকাল বুধবার এই রাজ্যের বস্তারে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে ২৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিলেন মাওবাদীদের সংগঠনের প্রধান নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজুর। তার মাথার দাম ছিল ১.৫ কোটি টাকা।

দুষ্কৃতীর গুলিতে ঝাঁঝরা ইজরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মী

ওয়াশিংটন, ২২ মে: ওয়াশিংটনে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে প্রাণ হারালেন ইজরায়েলি দূতাবাসের ওই দুই কর্মী। বুধবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ইহুদি সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠান দেখে বার হওয়ার সময়ে দূতাবাসের ওই কর্মীদের ওপর গুলি করা হয়। নিজেদের দূতাবাসের দুই কর্মীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন আমেরিকায় নিযুক্ত ইজরায়েলের দূত ইয়েচিয়েল লেইটার। মৃত দু'জন ইয়ারন ও সারা। তাদের বিয়ের কথাও ছিল। সারার জন্য আংটি কিনেছিলেন ইয়ারন। আগামী সপ্তাহে জেরুজালেমে গিয়ে সেই আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ছিল ইয়ারনের। কিন্তু তা আর হল না। আমেরিকায় ইজরায়েলের দূতাবাস এই হামলাকে ধিক্কার জানিয়ে সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে। এই ঘটনায় দূতাবাসের কর্মীরা ভেঙে পড়েছেন। ইজরায়েলি প্রশাসন এই হত্যাকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলে ব্যাখ্যা করেছে। এই ঘটনায় ৩০ বছরের এক যুবককে সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন পুলিশ। তাঁর নাম এলিয়াস রডরিগেজ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal,
Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide NIT **No. 274/SGP/Tied/2025 and NIT No 275/SGP/Untied/2025, Dated: 23/05/2025** within the GP area. The last bid submission date is **02/06/2025 till 11 A.M.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Sridhanrnagar Gram Panchayat

Kautala Gram Panchayat
Vill – Rajuakhaki ,P.O Pakurtala , P.S – Raidighi,
Dist.– South 24 Parganas

On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 126/KGP/2025** (Tube-well), Dated **24/05/2025** within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Kautala Gram Panchayat

রসুলপুর আলাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং.- ৫৮ এইচ.জি. তারিখ- ০৭.১২.১৯৭৬
গ্রাম -রসুলপুর, পোঃ- জলপাড়া, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার এর আদেশ [illegible] দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন-২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন [illegible] এক বিশেষ সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হবে। [illegible]

অসিত হাজারী
সম্পাদক
রসুলপুর আলাটী এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্র.নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	২৬.০৫.২০২৫ এবং ২৭.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৬.০৫.২০২৫ এবং ২৭.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৯.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির কার্যালয়
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৯.০৫.২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	৩০.০৫.২০২৫	বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	৩০.০৫.২০২৫	বিকাল ৩টার পর	সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে)	২৮.০৬.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	২৮.০৬.২০২৫	নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর	সমিতির কার্যালয়

WBCS Acts & Rules অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে -

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে	
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২ (দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতির জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

শুভঙ্কর দাস
সমবায় পরিদর্শক, সিঙ্গুর ব্লক
ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রসুলপুর আলাটী এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

কৃষ্ণদাস ঘোষ
সমবায় পরিদর্শক, পুড়শুড়া ব্লক
ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রসুলপুর আলাটী এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Hanspukuria Gram Panchayat** (Under Tehatta–II Panchayat Samity), Hanspukuria, Nadia. NIET NO. 02/2025-26. visit **www.wbtenders.gov.in** & Sealed tender **NIT NO. 03/2025-26.** Last date of submission accordingly **31.05.2025 up to 12:00a.m.& 28.05.2026 up to 12:00 p.m.** For details please contact to the Office.
Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER e-NIT No.
1. MAR/1020/15TH FC/2025
2. MAR/1022/15TH FC/2025
3 MAR/1023/15TH FC/2025
4 MAR/1029/15TH FC/2025
5 MAR/1030/15TH FC/2025
dtd.21-05-2025 and 22-05-2025
The Prodhan, Maricha Gram Panchayat, Amdanga Dev. Block, North 24 PGS. invites e-tender from the eligible contractors for the 05 nos. work UNDER TIED. AND UNTIED FUND and Bid submission closing (online) : **29-05-2025 and 31-.05.-2025 upto 17.00 IST.** For details Information/downloading/uploadingetc.may visit the website :- **http://etender.wb.nic.in** or **http://etendesr.gov.in**
Sd/- Prodhan
Maricha Gram Panchayat
Amdanga Dev. Block,
North 24 PGS.

PWD (GOVT OF WB)—TENDER NOTICE
e-NIT No.: 06/ WB of 2025–26 of The Assistant Engineer, Writers' Buildings Sub-Division, PWD. For
1. Laying of UPVC pipe line along with allied works at Ground Floor of Block-I within Writers' Buildings Compound during the year 2025-26.
2. Making the toilets of the Chief Engineer (K) and Chief Engineer (II) South Zone and other allied works at 1st floor of Block-II within the compound of Writers' Building during the year 2025-2026.
3. Supplying 30 (thirty) wooden Chairs for 2, Bankshall Court Building and Installation of 03 (three) Complaint Boxes for City Sessions Court, Calcutta located at 2 and 3, Bankshall Street during the year 2025-2026. Bids are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on **29.05.2025 at 16.00 hrs**. Tender ID: **2025_PWD_850210_1/2/3.** Other details may be seen from the website: **http://etender.wb.nic.in** & **http://wbpwd.in**

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Writers' Buildings Sub-Division

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (S.W.M) E-Tender করছে।
E-NIT-03/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.- ৪০ এইচ.জি., তারিখ- ০১.০৫.১৯৬১
গ্রাম- গোবরহাঁড়া, পোঃ- বাসুড়ী, ব্লক-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী
ফোন- ২৯৫৩৪২ ঃঃ gobarhanrahskusltd@gmail.com

সংশোধনী
চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ০৩.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টার সময় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ভুলবশতঃ ০৯.০৬.২০২৫ হয়ে গেছে। তা সংশোধন করা হল।
রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Office of the
NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist- Murshidabad
E-NIT-02/NGGP/2025-2026/15th FC/TIDE DATED:- 21/05/25 is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad for civil works upto **30/05/25.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Neahllishpara-Goaljan G.P.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসআরসি-সি-ইডিডিওয়াই-ডিটি ২১-০৫-২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, এরিয়া ম্যানেজার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিশদগুলির মাধ্যমে দুই-বিড পদ্ধতির অধীনে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য টেন্ডারদাতাগণকে নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে এই কাজের জন্য অনলাইনে কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই আবেদন করতে বলা হচ্ছে। কোনো অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। টেন্ডার নথিপত্র অংশে আপলোড করা টেন্ডার নথি বিশদে পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের মেয়াদের জন্য সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোতে ডি-৩ কর্মসূচি চলাকালীন এডি কারেন্ট অ্যারে (ইসিএ) প্রযুক্তি ব্যবহার দ্বারা এলএইচবি কোচের চাকাগুলির উপরিতলের ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭০,৯৩,৬১২.১৬ টাকা, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। (PR-189)

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এফ_এলএলএইচ_সিএমটি_৫৯, তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/বিজিবি/লিলুয়া, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এফ_এলএলএইচ_সিএমটি_৫৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** কাজের চুক্তির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে বিএআরসি/এইআরবি অনুমোদিত আউটসাইড এজেন্সীর থেকে এক বছর সময়সীমার জন্য বাট ওয়েল্ড জয়েন্টের রেডিওগ্রাফি টেস্ট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৪২,১৬,৬৪০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৬ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ৩০.০৫.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** তে পাওয়া যাবে। MISC-73/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Block Development Officer,
Sagardighi: Murshidabad
NIT No -06/SB/EN/2025-2026, Memo No-1349/1 (91)/EN/SB, Date -21/05/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work). Date of Publishing- **21/05/2025 From 18:00 hour** on **https:// wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **21/05/2025 18:00 hours To-28/05/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **21/05/2025 18:00 hours To-28/05/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **30/05/2025.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

বালি কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড
৩৯৬ জিটি রোড, বালি, হাওড়া - ৭১১২০১
(৮/১৯২৫,আর বি আই লাইসেন্স নাম্বার UBDW.B.01/2001-2002)
Memo No.- 11/Delegate Election/2025 Date: 19-05-2025

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত (ডেলিগেট) বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বালি কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে,আগামী ইংরাজি 22-06-2025 তারিখ, (বাংলা- ৭ আষাঢ় ১৪৩২) ১০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত, নিম্নলিখিত সময়ে ও স্থানে বালি কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড -এর প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচন সংঘটিত হইবে। উক্ত প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/সদস্যা গণকে উপস্থিত হইয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো- অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান্ রেগুলেসান্ ২০১২ অনুসরণ করিয়া প্রতিনিধি(ডেলিগেট) নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।
নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক প্রতিনিধি (ডেলিগেট) আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহএ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হইল ।
প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহ :-
১. নির্বাচন ক্ষেত্রের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত ইত্যাদি তথ্যাদি ও উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকিলে সমিতির প্রতিনিধি (ডেলিগেট) পদের জন্য তাহারা প্রার্থী হইতে পারিবেন এবং ভোটদান করিতে পারিবেন।

ZONE	CONSTITUENCY	NO. OF DELGATES	NAME OF THE POLL ING STATION
1.	1	4 (including one (1) SC/ST)	Bally Shantiram High School
2.	2	3 (including one (1) SC/ST)	
3.	3	2 (including one (1) SC/ST)	
4.	4	5 (including one (1) female and (1) SC/ST)	
5.	5	4	
6.	6	4	
7.	7	1	
8.	8	5 (including one (1) female	
9	9	2	
10	10	3 (including one (1) female	Belur Boys High School
11	11	4	
12 12a	12	6 (including one (1) female	
13	13	9 (including one (2) female	Ghoshpara High School
14	14	5 (including one (1) female	
15	15	5 (including one (1) female	Durgapur Pallimangal Vidyamandir

Date:19.05.2025
Sd/- Sachindranath Bala, Assistant Returning Officer, Bally Co-operative Bank Ltd.
Sd/- Sd/- Md.Anis, Assistant Returning Officer, Bally Co-operative Bank Ltd.

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad- 742306.
NIeT No-2/15th CFC TIED/ DGP/ 2024-25, Memo No 333/5/EN (5)/ DGP/2025, Dt 21.05.25. Last date of bid submission **30.05.25 upto 15.00 hrs,** Technical Bid opening date **02.06.25 at 10 hrs.** For details visit website **http://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Debipur gram Panchayat,
Murshidabad.

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad-742306.
NIeT No-1/15th CFC UNTIED/ DGP/2024-25, Memo No 332/8/EN (8)/DGP/2025, Dt **21.05.25.** Last date of bid submission **30.05.25 upto 15.00 hrs,** Technical Bid opening date **02.06.25 at 10 hrs.** For details visit website **http://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Debipur gram Panchayat,
Murshidabad.

CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No.: 275/NIT/CRGP/2025
Date: 22.05.2025
Bid submission **22.05.2025 to 29.05.2025** by **18.50 hours.** Opening Techinal Bid on **02.06.2025 on 10.35 am.** Financial Bid on **02.06.2025 at 17.00 (onwords)**. For details information vist with Website **https:// wbtenders.gov.innic gep/app** & Tender Notice Board Chandigarh Rohanda Gram Panchait.
Sd/- Pradhan
Chandigarh Rohanda
Gram Panchayat

হাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং.- ১০ এইচ.জি. তারিখ- ১৪.০৭.১৯৪০
গ্রাম ও পোঃ- হাটি, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার এর আদেশ নং- ৮৩৩, তারিখ- ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেজুলেশন-২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন আগামী ১৫.০৬.২০২৫ রবিবার এক বিশেষ সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হবে। ওই পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকল সদস্য/ সদস্যাকে আহ্বান করা হইতেছে।
সমবায় পরিদর্শক
পুড়শুড়া ব্লক

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্র.নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	২৬.০৫.২০২৫ এবং ২৭.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৬.০৫.২০২৫ এবং ২৭.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৯.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির কার্যালয়
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৯.০৫.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর	সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহার এর শেষ তারিখ	৩০.০৫.২০২৫	বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	৩০.০৫.২০২৫	বিকাল ৩টার পর	সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে)	১৫.০৬.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	হাটি হাই স্কুল
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	১৫.০৬.২০২৫	নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর	হাটি হাই স্কুল

WBCS Acts & Rules অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে -

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়) জন
যার মধ্যে	
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২ (দুই) জন
তপঃজাতি/ উপজাতির জন্য সংরক্ষিত	১(এক) জন

কৃষ্ণদাস ঘোষ
সমবায় পরিদর্শক, পুড়শুড়া ব্লক
ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
হাটি এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 05 of 2025-2026 Sl. No. 1 & 2 Dated 02.05.2025
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 31.05.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 03.06.2025 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Elect.), ADDA, Asansol

Office of the FARIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O- Faridpur, P.S- Jalangi, Dist-Murshidabad
NIeT. No. 03/FGP/15thCFC/2025-2026, Memo No 020/FGP/2025, Date 19/05/2025 NIeT. No. 04/FGP/15th CFC/2025-2026, Memo No 021/FGP/2025, Date 19/05/2025. Date of publishing: **21/05/2025 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders. gov.in.** Bid downloading starts from: **21/05/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **06/06/2025 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **06/06/2025 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **16/06/2025 at 4.00 p.m** For details logon to **htpp:// wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Faridpur Gram Panchayat

e-Tender Notice
The undersigned is invited E-tender Notice [illegible]
https://wbtenders.gov.in [illegible]
Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P
Bongaon Block, North 24 Pgs

Office of the Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No-MSD/ JALANGI/SAHEBGP/03/2025-26/ 15th CFC (Untied & Tied), vide memo no-857/1(12)/SAHEBGP/ 2024-25, Dt-19/05/2025, Last date of submission of bid (online)-**29/05/2025 up to 06.00 PM** For details please visit website: **http://wbtenders. gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

Office of the JALANGI GRAM PANCHAYAT
P.S- Jalangi, Dist-Murshidabad
NIeT. No. 01/JGP/15thCFC/2025-2026 ,Memo No 83/JGP/2025,Date 20/05/2025. Date of publishing: **21/05/2025 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **21/05/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **02/06/2025 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **03/06/2025 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **05/06/2025 at 4.00 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Jalangi Gram Panchayat

Office of the Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No-MSD/ JALANGI/SAHEBGP/02/ 2025-26/15th CFC (Untied), vide memo no-856/1 (12)/ SAHEBGP/2024-25, Dt- 19/05/2025, Last date of submission of bid(online)- **27/05/2025 up to 06.00 PM.** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/065/2025 and DPUK/066/2025 Dated 22.05.2025 under 15th FC fund** (for efficient bidders for details visit Website- **www.wbtenders.gov.in. 1. 2025_ZPHD_850659 2. 2025_ZPHD_850758.**
Sd/- Prodhan
Dharmapukuria Gram Panchayat

SKIPPER স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408; **রেজিস্টার্ড অফিস :** ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
টেলিফোন নং : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৫৭৩২, **ফ্যাক্স নং :** (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রীমতী অনু সিং (কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
ইমেল : anu.singh@skipperlimited.com, **ওয়েবসাইট:** www.skipperlimited.com

আংশিক আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য
চূড়ান্ত অবগতকরণ - তথা - বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ
(আদায়দানের শেষ তারিখ - শুক্রবার, ০৬ জুন, ২০২৫)

এটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশনা, বিতরণ বা প্রকাশের জন্য নয় এবং এটি যথাক্রমে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ এবং ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সাথে একত্রে পড়া উচিত। এটি কোনও অফার ডকুমেন্ট নয়। এখানে ব্যবহৃত এবং সংজ্ঞায়িত নয় এমন সমস্ত মূলধনীকৃত শব্দের অর্থ ১৭ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (**এনএসই**)-এ দাখিল করা লেটার অফ অফারে তাদের জন্য নির্ধারিত অর্থ হবে, যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার বর্তমানে তালিকাভুক্ত (**বিএসই**) এবং (**এনএসই**) এরপর একসাথে 'স্টক এক্সচেঞ্জ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('**সেবি**')।

আংশিক আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য চূড়ান্ত অবগতকরণ -তথা-বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি যার উপর কল মানি পরিশোধ করতে হবে (ISIN INE439E01012)

আদায়দানের শেষ তারিখ : শুক্রবার, ০৬ জুন, ২০২৫

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('**আইন**') এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত অন্যান্য বিধি অধীনে যারা কোম্পানির সদস্য ছিলেন, তাদের জন্য রেকর্ড তারিখ হিসেবে সোমবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশ জারি করা হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে, কোম্পানির রাইটস ইস্যু কমিটি ('**কমিটি**') ২০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, আংশিকভাবে আদায়দত্ত রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ১৪৫.৫০ টাকা (যার মধ্যে রয়েছে ফেস ভ্যালুর জন্য ০.৭৫ টাকা এবং সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের জন্য ১৪৪.৭৫ টাকা) ('চূড়ান্ত অবগতকরণ -তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ') পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত অবগতকরণ -তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে। এই ধরনের আংশিকভাবে আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের জন্য, যাদের উপর এই ধরনের আদায়দত্ত প্রথম এবং চূড়ান্ত কলের অর্থ পরিশোধের জন্য প্রথম এবং চূড়ান্ত কলের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।
এই প্রসঙ্গে, আমরা জানাতে চাই যে চূড়ান্ত অবগতকরণ-তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ জারি করা হচ্ছে। যেসব আংশিক আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের প্রথম এবং শেষ কল মানি এখনও পরিশোধিত হয়নি। সেই অনুযায়ী, ২১ মে, ২০২৫ তারিখে কল মানি পরিশোধ না করা সকল সদস্যের কাছে চূড়ান্ত-অবগতকরণ-তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ প্রেরণ শুরু করা হয়েছে। চূড়ান্ত অবগতকরণ -তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ অনুসারে প্রথম এবং শেষ কল মানি পরিশোধের সময়কাল শুক্রবার, ২৩ মে, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৬ জুন, ২০২৫ (উভয় দিন সহ)। **যে সকল রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রথম এবং শেষ কল মানি কোম্পানি কর্তৃক শুক্রবার ৬ জুন, ২০২৫ তারিখ বা তার আগে গৃহীত হয়নি, সেগুলি আর কোনও বর্ধিতকরণ /অবগতকরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করা হবে।** পেমেন্ট নিম্নরূপ :

	হইতে	পর্যন্ত	সময়কাল
পেমেন্টের সময়কাল	শুক্রবার, ২৩ মে ২০২৫	শুক্রবার, ০৬ জুন, ২০২৫	১৫ দিন (উভয় দিন সহ)
পেমেন্টের ধরন	আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেডের সংগ্রহ কেন্দ্র(গুলি) এর সাথে চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা	ক. স্কিপার লিমিটেড প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি - এসক্রো কালেকশন - আর এ/সি (রেসিডেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য) খ. স্কিপার লিমিটেড প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি - এসক্রো কালেকশন - এনআর এ/সি (নন-রেসিডেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য)	

আর - রেসিডেন্সিয়াল শেয়ারহোল্ডার/এনআর - নন-রেসিডেন্সিয়াল শেয়ারহোল্ডার/
বকেয়া প্রথম ও শেষ কল মানি এবং চূড়ান্ত-অবগতকরণ-তথা-বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ পরিশোধের বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.skipperlimited.com/investor-relations/right-issue.aspx-এ পাওয়া যাবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত প্রথম ও শেষ কল মানি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আইন, কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের ধারা এবং প্রস্তাবপত্রের বিধান অনুসারে, আপনার কাছে থাকা কোম্পানির আংশিক আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই আদায়দত্তের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বাজেয়াপ্ত হতে পারে। কোম্পানির আংশিক আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার সম্পর্কিত কলের জন্য বকেয়া সমস্ত অর্থ, যদি থাকে, তাহলে কোম্পানি আপনাকে প্রদেয় যেকোনো লভ্যাংশ থেকে বাদ দেওয়ার অধিকারী হবে।
এই বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড; ইউনিট স্কিপার লিমিটেড; ২৩, আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে; যোগাযোগকারী শ্রী রবি বাহল; টেলিফোন ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮; ই-মেইল আইডি mdpldc@yahoo.com।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ২২ মে ২০২৫
স্থান: কলকাতা

রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি নং-৪৪, তারিখ- ১১/৬/১৯৫৯
ঠিকানা- গ্রাম-রসপুর, পোস্ট- জাগলগরি, থানা-জাঙ্গিপাড়া, জেলা-হুগলি-৭১২৪০৩
পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন-২০২৪-২০২৫
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ - এর সমস্ত / সদস্য / সদস্যাগণ কে জানান যাইতেছে যে আগামী ইংরাজির **২১.০৬.২০২৫ তারিখ, (০৬ আষাঢ়) সকাল ১১ টায়,** রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড - এর প্রধান কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি / সদস্য/সদস্যাগণকে উপস্থিত হইয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো -অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান্ রেগুলেসান্ ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে সংযোজিত হইল।
আলোচ্যসূচি: পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ১৬/০৫/২০২৫
স্থান: রসপুর, হুগলী
স্বা/- ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২। অসংরক্ষিত - ৯.তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ(সংরক্ষিত) -১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৩০/০৪/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা
২	মনোনয়নপত্রবিতরণ	৩০/০৫/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা
৩	মনোনয়নপত্রগ্রহণ	৩১/০৫/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	০২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	০৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টার পূর্বে
৭	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টার পর
৮	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২১/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৯	ভোট গণনা	২১/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর
১০	ভোটের ফল প্রকাশ	২১/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গননার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশন এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮. কোন সদস্য/ ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- শ্রীমতী মৌসুমি ঘোষ স্বা/- শ্রী ইন্দ্রনীল মোহান্ত
এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ
তারিখ : ১৬/০৫/২০২৫
স্থান: রসপুর, হুগলী

টুটুকে নিয়ে গুগলিতে দিশেহারা সৃঞ্জয়

মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়েই মোহনবাগান নির্বাচনে লড়বেন দেবাশিস দত্ত

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাংবাদিক সম্মেলন অবধি সাসপেন্স রাখার কথা একদিনকে বলেছিলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে দেবাশিস যা গুগলি দিলেন একের পর এক তাতে দিশেহারা সচিব-প্রত্যাশী সৃঞ্জয় বসু।

দেবাশিসের কথায়, সৃঞ্জয় আমার বিরুদ্ধে কাদা ছুড়লেও আমি অতটা নীচে নামতে পারব না। এদিন ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে বাগানের সহ সচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য আর মোহনবাগান রত্ন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দেবাশিস। বললেন,'আমাদের কাজের ইস্তেহারে দেওয়া আছে আমরা কী করেছি, কী করব। সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ সব সময় আমার সঙ্গে আছে। ইস্টবেঙ্গলের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ৩ বার আমার নাম করে বলেছেন ওঁদের দেখে শেখো ওঁরা কী সুন্দর সাফল্য পাচ্ছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে উনি কখনও মোহনবাগান ক্লাবে আসেননি। আমাদের কমিটির আমলে ২ বার এসেছেন।

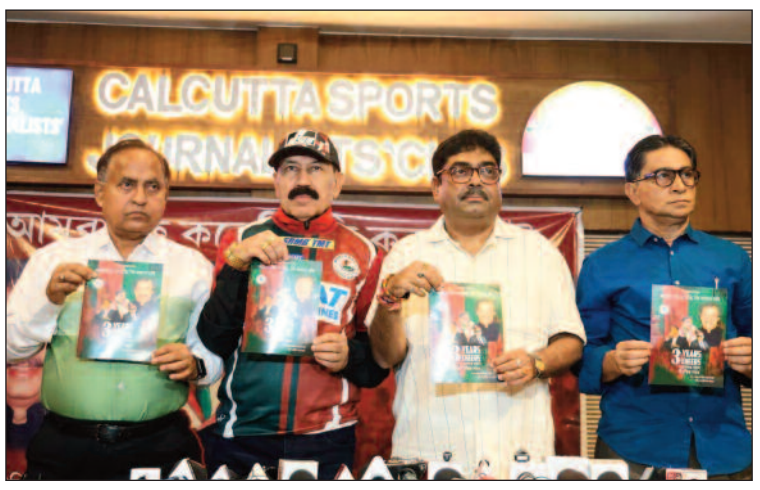

মোহনবাগান নির্বাচনের আগে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন বিদায়ী সচিব দেবাশিস দত্ত। উপস্থিত প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন ব্যানার্জী, প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য , প্রাক্তন ফুটবলার সত্যজিৎ চ্যাটার্জী। ছবি: অদিতি সাহা

ভোট তো সাফল্যর বিচারেই হয়।

মোহনবাগান সভাপতি টুটু বসু সাংবাদিক সম্মেলন করে দেবাশিসকে লোভী বলেছিলেন। তার উত্তরে দেবাশিসের মজার উত্তর, আসলে টুটু বসু আর আমি দুজনেই খুব খেতে ভালোবাসি। নিজের প্লেটে দুটো ফিশ ফ্রাই থাকলেও অন্যর প্লেটে হাত দিই, সেই জায়গা থেকে বলেছেন। টুটু বসু এখনও আমাদের অভিভাবক। ওঁর একটাই পরিচয় উনি মোহনবাগানী। আর ছেলেকে মোহনবাগান নির্বাচনে সাপোর্ট করছেন সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার সৃঞ্জয় আর একবার দেবাশিসের হয়ে প্রচার করছেন। প্রসূন কার পক্ষে? প্রসূন বললেন, এটা বলতে পারব না। মোহনবাগান দিনের শেষে একটা পরিবার। ক্লাবের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় সৃঞ্জয়ের হয়ে প্রচার করার ডাক দেন উপরওয়ালার নির্দেশ বলে। দেবাশিস ফের বললেন, এটা ভগবানের কথা বলেছেন। হাওড়ার ভোট শুধু নয়, ৬৮০০ উপর ভোট আছে। সব ভোটই ফ্যাক্টর।

মানস ভট্টাচ্য বললেন, ওরা তো আমাদের কমিটির ব্যর্থতা বলতে পারছে না সেটা বলুক এটা আমরা ভুল করেছি। মেম্বাররা বিচার করবেন। এদিন দেবাশিসদের মূল স্লোগান ছিল কী করেছি, কী করতে চাই। দেবাশিস বলেন, টুটু বসু যদি সচিব পদে দাঁড়ান তাহলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াব। তবে টুটুদাকে তিন বছর ক্লাব চালাতে হবে। ২০১৮ সালের মত ৬ মাস পর সরে গিয়ে ছেলেকে সচিব পদে বসানো চলবে না। এটা যদি টুটুদা মেম্বারদের লিখিত দিয়ে গ্যারান্টি দেন তাহলে কথা দিচ্ছি আমি নির্বাচনে লড়াই করব না।

মার্শের শতরানে সান্ত্বনার জয় লখনউয়ের, প্রথম দুইয়ে থাকা নিয়ে চাপে গুজরাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের নিয়মরক্ষার ম্যাচে সান্ত্বনার জয় পেল লখনউ সুপার জায়ান্টস। আর তাতেই প্রথম দুইয়ে থাকা নিয়ে চাপ বাড়ল গুজরাত টাইটান্সের উপর। শুক্রবার আরসিবি জিতলেই শীর্ষস্থান খোয়াতে হবে শুভমান গিলদের। বৃহস্পতিবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ৩৩ রানে জিতল ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়ান্টস।

টস জিতে ফিল্ডিং নেয় গুজরাত। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেটে ২৩৫ তোলে লখনউ। মিচেল মার্শ ৬৪ বলে ১১৭, নিকোলাস পুরাণ ২৭ বলে অপরাজিত ৫৬ রান করেন। এইডেন মার্করাম ৩৬ করে আউট হন। পন্থ অপরাজিত থাকেন ১৬ রানে। আরশাদ খান ও আর সাই কিশোর নেন ১টি করে উইকেট।

জবাবে খেলতে নেমে ৯ উইকেটে ২০২ রান তোলে টাইটান্স। এম শাহরুখ খান ২৯ বলে সর্বাধিক ৫৭ রান করেন। সাই সুদর্শন ২১, অধিনায়ক শুভমান গিল ৩৫, জস বাটলার ৩৩, শেরফান রাদারফোর্ড ৩৮ রান করেন। উইলিয়াম ও'রোর্ক তিনটি এবং আবেশ খান ও আয়ুষ বাদোনি ২টি করে উইকেট দখল করেন। আকাশ সিং ও শাহবাজ আহমেদ পান ১টি করে উইকেট। ম্যাচের সেরা মার্শ। গুজরাত ১৩ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকল। লখনউয়ের ঝুলিতে ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট করে রয়েছে আরসিবি ও পাঞ্জাব কিংসের। তারা যদি নিজেদের বাকি ম্যাচগুলিতে জেতে, তাহলে শেষ ম্যাচ জিতেও প্রথম দুইয়ে থাকা হবে না গুজরাতের।

আইপিএলে প্রথম শতরান মিচেল মার্শের। ছবি- আইপিএল

মেয়রস কাপে চ্যাম্পিয়ন ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেয়রস কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল। আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব ১৫ টুর্নামেন্টের দু'দিনের ফাইনাল ছিল সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে। গোলাপি বলে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল ১১২ রানে হারাল সেন্ট জন্স পাবলিক স্কুলকে। জয়ের জন্য ১৮৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে সেন্ট জন্স ২৩.৪ ওভারে ৭২ রানে গুটিয়ে যায়। প্রজ্ঞাময় চক্রবর্তী ২৬ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট নেয়। আকাশ যাদবের ঝুলিতে গিয়েছে ৩ উইকেট। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, প্রাক্তন সিএবি কর্তা বিশ্বরূপ দে প্রমুখ।

মেয়রস কাপে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রানার্স আপ দলের হাতে সিএবি কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, প্রাক্তন সিএবি কোষাধক্ষ বিশ্বরূপ দে, ট্যুর ফিক্সচার ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিনের অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করে সকলের মন কাড়লেন অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলের সম্ভাব্য তালিকায় দীপেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলের ২৯ সদস্যের সম্ভাব্য স্কোয়াড ঘোষণা করলেন কোচ নওশাদ মুসা। আগামী মাসে তাজিকিস্তানের দুশানবে-তে অনুষ্ঠেয় প্রস্তুতি ম্যাচগুলির জন্য এই সম্ভাব্য দল ঘোষণা। যাতে সুযোগ পেলেন দীপেন্দু বিশ্বাস।

অনূর্ধ্ব ২৩ দল আগামী ১৮ ও ২১ জুন দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে। যেখানে তারা মুখোমুখি হবে তাজিকিস্তান ও কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের অনূর্ধ্ব ২৩ দলের। এই ম্যাচগুলি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ। এর উদ্দেশ্য তরুণ খেলোয়াড়দের সিনিয়র জাতীয় দলে উত্তরণের পথ সুগম করা।

দলটি আগামী ১ জুন কলকাতায় প্রস্তুতি শিবির শুরু করবে এবং ১৬ জুন দুশানবে রওনা দেবে। ভারতীয় অনূর্ধ্ব ২৩ দলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ফেডারেশন বিভিন্ন শিবির এবং প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন করছে, যা ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডোগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এর উদ্দেশ্য, ২০২৫ সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় এএফসি অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব এবং ২০২৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

ভারত অনূর্ধ্ব ২৩ দলের সম্ভাব্য স্কোয়াড নীচে দেওয়া হল: গোলকিপার সাহিল, প্রিয়াংশ দুবে, মোহাম্মদ আরবাজ, ডিফেন্ডার নিখিল বারলা, দীপেন্দু বিশ্বাস, বিকাশ ইউমনাম, পরমবীর, ক্ল্যারেন্স ফার্নান্ডেজ, সাজাদ হুসেন পারে, মোহাম্মদ সাহিফ, শুভম ভট্টাচার্য, সুমন দে, মিডফিল্ডার ভিবিন মোহনন, লালরেমতলুয়াঙ্গা ফানাই, ভিনিথ ভেঙ্কটেশ, হর্ষ পাত্রে, রাহুল রাজু, লালরিনলিয়ানা হ্মামতে, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, মাঙ্গলেনথাং কিপগেন, শিভাল্ডো সিং, মোহাম্মদ আইমেন, থোই সিং, ফরোয়ার্ড পার্থিব গগৈ, মোহাম্মদ সুহেল, কোরু সিং থিংগুজাম, মোহাম্মদ শনন, অ্যালান সাজি, জোসেফ সানি

ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলে বাংলার যুধাজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। আয়ুষ মাত্রের নেতৃত্বাধীন দলে রয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। বাংলা থেকে যুধাজিৎ গুহ। সফর শুরু ২৪ জুন ৫০ ওভারের প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে লাফবরো ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে। এরপর ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিরুদ্ধে পাঁচটি ইউথ ওয়ান ডে ও ২টি চারদিনের ম্যাচ খেলবে ভারতের যুব দল। প্রথম ওয়ান ডে হোভে ২৭ জুন। পরের দুটি ওয়ান ডে ৩০ জুন ও ২ জুলাই নর্দাম্পটনে। জুলাইয়ের ৫ ও ৬ তারিখ ওরচেস্টারে চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ান ডে। ১২ জুলাই থেকে বেকেনহ্যামে প্রথম ৪ দিনের ম্যাচ। এরপর ২০-২৩ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচ চেমসফোর্ডে।

ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল- আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, বিহান মালহোত্রা, মৌল্যারাজসিং চাবড়া, রাহুল কুমার, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (সহ অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), হরবংশ সিং (উইকেটকিপার), আর এস অম্বরীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান প্যাটেল, হেনিল প্যাটেল, যুধাজিৎ গুহ, প্রণব রাঘবেন্দ্র, মহম্মদ এনান, আদিত্য রাণা, আনমোলজিৎ সিং। স্ট্যান্ডবাই- নমন পুষ্পক, ডি দীপেশ, বেদান্ত ত্রিবেদী, বিকল্প তিওয়ারি, অলঙ্কৃত রাপোল (উইকেটকিপার)।

কেকেআরের প্রাক্তনীকে নিল আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে আজ লখনউয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তার আগে আরসিবি দলে নিল নিউজিল্যান্ডের টিম সেইফার্টকে। আজকের ম্যাচ খেলেই ইংল্যান্ডে ফিরবেন জ্যাকব বেঠেল। ফলে কাল থেকে সরকারিভাবে বেঠেলের পরিবর্ত হিসেবে আরসিবির ক্রিকেটার হবেন সেইফার্ট। ২০২১ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ১টি ও ২০২২ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ২টি ম্যাচ খেলেন সেইফার্ট। ৬৬টি টি২০ আন্তর্জাতিকে ১৫৪০ রানের মালিক সেইফার্টকে ২ কোটি টাকায় দলে নিল আরসিবি।

টিম সেইফার্ট খেলবেন আরসিবির জার্সিতে। ছবি- ইনস্টাগ্রাম

ফেক নিউজে চটলেন পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর পাওয়া ঋষভ পন্থ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। এর মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে চর্চা শুরু হয় অধিনায়ক পন্থকে নাকি ছেড়ে দেবে লখনউ সুপার জায়ান্টস। যদিও এটি ফেক নিউজ বলে দাবি করলেন পন্থ। বৃস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ফেক নিউজে কনটেন্টে ভালো ট্র্যাকশন মেলে। তবে এর ভিত্তিতে কিছু ভাবা ঠিক নয়। অ্যাজেন্ডা-সহ ফেক নিউজের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য খবরের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেন পন্থ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দেওয়ার আগে দায়িত্বশীল হতেও পরামর্শ দেন তিনি।

মুকেশের জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘনের জেরে আর্থিক জরিমানা মুকেশ কুমারের। দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলা বাংলার এই পেসারের ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা ধার্য হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট। আইপিএলের আচরণবিধির ২.২ নম্বর ধারায় লেভেল ১ অপরাধের জেরে মুকেশের এই শাস্তি। যার মধ্যে পড়ে ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম বা পোশাকের অবমাননা, মাঠের সরঞ্জাম ও খেলার সময় যে সামগ্রীগুলি রাখা থাকে সেগুলির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে বিরুদ্ধে বুধবার ২ উইকেট পেলেও ৪ ওভারে ৪৮ রান দেন। সূর্যকুমার যাদব ও নমন ধীরের দাপটে মুকেশ ১৯তম ওভারে ২৭ রান খরচ করেন। সবমিলিয়ে পাঁচটি চার ও তিনটি ছয় হজম করেন। মুকেশের শেষ ওভারের প্রথম বলে ছয় আসে, তারপর ১ রান। বাকি চার বলে যথাক্রমে ৪, ৬, ৬ ও ৪ পায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

বিরাট নজিরের দোরগোড়ায় কোহলি

আরসিবির টার্গেট প্রথম দুই নিশ্চিত করা, সামনে সানরাইজার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের প্রথম দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেই কাজটা সহজ হয়ে যাবে আজ লখনউয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারালেই। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আরসিবিকে হোম ম্যাচ খেলতে হচ্ছে লখনউয়ে। লখনউ বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচ কালো মাটির পিচে হলেও আজ লাল মাটির উইকেটে খেলা হবে। ফলে ক্যারি ও বাউন্স যেমন থাকবে, তেমনই বল ঘোরার সম্ভাবনা থাকছে। সানরাইজার্সের কাছে এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার। আরসিবির রয়েছে চোট সমস্যা। কাঁধের চোট থাকা জশ হ্যাজলউড ফেরেননি। দেবদত্ত পাড়িক্কলেরও চোট আছে। তাঁর জায়গায় তিনে নামতে পারেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। করোনা থেকে সেরে উঠে ম্যাচ খেলতে ফিট সানরাইজার্সের অজি ট্রাভিস হেড। সন্তানের জন্মের কারণে জয়দেব উনাদকাটকে আগের ম্যাচে পায়নি অরেঞ্জ আর্মি। উনাদকাট দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বিরাট কোহলি ফের অর্ধশতরান হাঁকালে গড়বেন নয়া রেকর্ড, আইপিএলে সবচেয়ে বেশি হাফ সেঞ্চুরির তালিকায় পিছনে ফেলবেন ডেভিড ওয়ার্নারকে (৬২)। চলতি আইপিএলে এই দুই দলের দ্বৈরথ হচ্ছে প্রথমবার। শেষ পাঁচটি সাক্ষাতে আরসিবির জয় তিনটিতে।

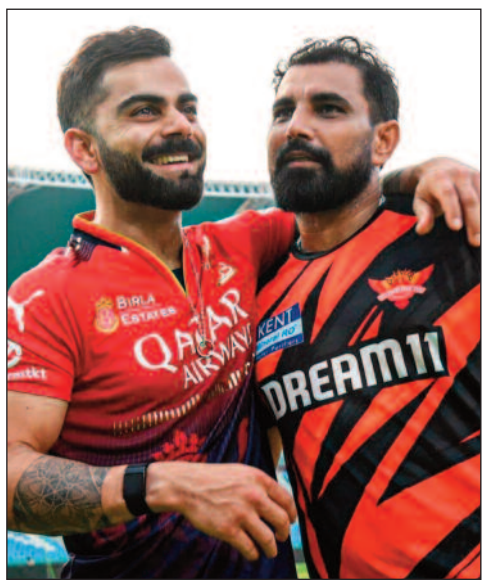

ম্যাচের আগে অনুশীলনে খোশ মেজাজে বিরাট কোহলি ও মহম্মদ শামি

ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরানোয় রাজনীতি দেখছেন অরূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের কোয়ালিফায়ার ২ ও ফাইনাল ইডেন থেকে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সরিয়েছে বিসিসিআই। এই সিদ্ধান্তের এবার সরাসরি প্রতিবাদে রাজ্য সরকার। গতকাল নব মহাকরণে নিজের দফতরে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সাংবাদিক সম্মেলন করে বললেন, বৃষ্টির পূর্বাভাস, আবহাওয়ার রিপোর্টের কথা বলে যেভাবে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হলো তা ভারতীয় ক্রিকেটের ৯৩ বছরের ইতিহাসে হয়নি। আমি ভারতের আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট নিয়ে এলাম, ৭ দিনের আগে আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিতে পারে না।অথচ আমেরিকার পূর্বাভাস মেনে আমাদের ভারতের আবহাওয়াবিদদের ছোট করা হলো। সেখানে কি বলা আছে ফাইনালের দিন আহমেদাবাদে বৃষ্টি হবে না? আসলে একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে গিয়েছে, বড় বড় সব টুর্নামেন্টের ফাইনাল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দিতে হবে। গত ৩ বছরে দুটো ফাইনাল হয়েছে আমেদাবাদে। ২০২৩ সালে গুজরাত টাইটন্স আর চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ২ দিন খেলা হয়। তাও পুরো ২০ ওভার হয়নি। কেকেআর-পাঞ্জাব আরসিবি-কেকেআর ম্যাচ-সহ আরও ম্যাচগুলি বৃষ্টিতে নষ্ট হলো। সেগুলির আবহাওয়া রিপোর্ট কেন বোর্ড আগে থেকে জানতে পারল না। আসলে এখানেও বাংলাকে বঞ্চনা করার চেষ্টা। বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করার চেষ্টা। ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্র বাংলাকে বঞ্চনা করছে, এখানেও করা হলো। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। সিএবি এই বিষয়ে কেন মুখ খোলেনি সেই প্রশ্নের উত্তরে অরূপ বিশ্বাস বললেন, এটা সিএবি বলতে পারবে। ওরা স্বতন্ত্র সংস্থা। আমরা কোনও দিন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিনি। বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে জানালাম।

এদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে ইডেনে ফাইনাল দেওয়া হয়নি। এদিন অরূপ কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মাকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। মনোজ বললেন, কলকাতায় নিরাপত্তার কোনও অসুবিধা নেই। ৭টি ম্যাচ হয়েছে খুব সুষ্ঠুভাবে। শুধু রামনবমীর জন্য একটা ম্যাচ অন্যদিন করা হয়। সেটাও ভালোভাবেই হয়। জানা গিয়েছে, এভাবে ন্যায্য ম্যাচ সরানোয় অসন্তোষ আছে সিএবির অন্দরে। আমেদাবাদে এমন বড় ম্যাচ করাতেই প্রভাব খাটিয়ে কার্যত গায়ের জোরেই ম্যাচ সরাল বিসিসিআই। সিএবির মরিয়া প্রয়াস সত্ত্বেও। এই আবহে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হতেই বিজেপি বনাম তৃণমূলের টক্কর অন্য মাত্রা পেল।

নব মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা ও ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**